মহাভারতী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

শ্রীমান্ কালিদাস রায়
করকমলেষু

"ইলাবাস", হিন্দুস্থান পার্ক,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা

গ্রন্থকার
বৈশাখ, ১৩৪৩

সূচী

মহাভারতী

কর্ণ

—পাণ্ডুপুত্র সহোদর মোর ?—কুন্তী আমার মাতা ?
কর্ণের ভালে এ কি পরিহাস লিখিয়াছ, হে বিধাতা !
পৌরুষে শুধু সেবি' নিশিদিন
যে কর্ণ চিরসঙ্কোচহীন,
ভীষ্মসেবিত দুর্য্যোধনের শত্রুভয়ত্রাতা—
সেই শত্রু—সে সহোদর তা'র ?—শত্রু-জননী মাতা !

নহে, কভু নহে—মানে না কর্ণ গুপ্ত সে অধিকার,—
কর্ণ পুরুষ, পৌরুষে শুধু স্বীয় ইতিহাস তা'র ;
কোথা তা'র পিতা ? মাতা তা'র নাহি ;
একা সে চলেছে সম্মুখে চাহি'—
খড়্গো-খোদিত দুর্গম পথে বীর্য্যের অভিসার ;
ধিক্কৃত কোনো দৈব অতীত কর্ণ মানে না তা'র ।

মহাভারতী

ইন্দ্রের তেজ, শিবের শক্তি, কৃষ্ণের মন্ত্রণা,—
ধনঞ্জয়ের ধার-করা ধনে গণে সে আবর্জ্জনা !
অর্জ্জনই তা'র একক বিত্ত,
কৈতবহীন স্বাধীন চিত্ত,
নিজ ভুজবলে করে সে নিত্য শক্তির আরাধনা ;
ধনঞ্জয়ের ধার-করা ধনে গণে সে আবর্জ্জনা !

বসুন্ধরার বীর্য্য-শুল্কে শুধু তা'র প্রত্যয় ;
বাহু ছাড়া তাই কোনো বিক্রমে নাহি তা'র পরিচয় ;
কৌশলে ?—তা'র চির ধিক্কার,
কারো কাছে কিছু নাহি ভিক্ষার—
কুণ্ডলসম সহজাত তা'র শক্তির সঞ্চয়,
অক্ষয় তা'র কবচের মতো অক্ষত প্রত্যয় !

—পূর্ব্ব-তোরণে দামামা বাজিল—আসে বা দুর্য্যোধন !
কল্য সমরে সেনাপতি মোরে করিবে, করেছে মন ;
নাহি সে ভীষ্ম—নাহি আচার্য্য,—
মোরই রক্ষিত এবে সে রাজ্য !
—সানন্দে তাই করিব গ্রাহ্য বন্ধুর আবেদন ;
পূর্ব্ব-তোরণে ডঙ্কা পড়িল, আসিছে দুর্য্যোধন।

—বীর অর্জ্জুন—বীর বটে মানি,—বুঝি মোরই সহোদর !
জীবনের ভার স'পি' গেল তা'র মাতা যে আমারি 'পর ;
—সেই সে কুন্তী—আমারও জননী !
জ্যেষ্ঠ পুত্রে শ্রেষ্ঠ সে গণি'
পার্থের প্রাণ ভিক্ষা মাগিল জোড় করি' দু'টি কর,—
হোক্ বীর, তবু গাণ্ডীবী মোরই কনিষ্ঠ সহোদর।

—এই তো—এই তো সূর্য্যালোকিত মোরই প্রার্থিত পথ,-
ভাগ্যের বরে সার্থক হোক্ কুন্তীর মনোরথ !
বাঁচুক পার্থ—জ্যেষ্ঠ তো আমি,
শোণিতের সাথে কল্যাণকামী,—
যে স্নেহ-নির্ঝর অন্তরগামী, রোধে না তা' পর্ব্বত !
সম্মুখে মোর এই তো পেয়েছি শান্তির মহাপথ !

—জননি কুন্তি, পুত্রের হাতে লহ প্রার্থিত দান,—
বঞ্চিত যেবা মাতৃস্বর্গে, সে আজি ত্যজিবে প্রাণ।
আদেশ তোমার—'বাঁচুক পার্থ' !
—তাই হবে মাতা ; কর কৃতার্থ
ভাগ্য-নিহত সূতপুত্রের বীর্য্যের অভিমান ;
জননি কুন্তি, পাণ্ডবমাতা, লহ তা'র শেষ দান।

—চালাও শল্য, ত্বরা লহ রথ—যেথা সে পার্থ আছে
শেষ প্রণিপাত লহ দিননাথ আজি কর্ণের কাছে ;
—সবই তো সমান—জয় পরাজয়—
অর্জ্জুন-বধ—আত্ম-বিলয় !
—ভাগ্যের হাতে সবই অভিনয়—কর্ণ তা' বুঝিয়াছে ;
—চালাও শল্য—দ্রুত, দ্রুততর—পার্থ যেথায় আছে।

দুর্য্যোধন

দূর দিগন্তে সন্ধ্যাসায়রে
কালোয় মিলিছে রক্ত-রেখা ;
নীচে নির্জ্জনে প্রান্তর 'পরে
কা'র ও মূর্ত্তি লুটিছে একা ?
—কে আমি, জাননা ? ভুলিনি সে নাম—
রাজা আমি—রাজা দুর্য্যোধন ;
—কুরুক্ষেত্র হয়েছে কি শেষ,—
কোথা আমি,—এ কি দ্বৈপায়ন ?
—মহিষি, মহিষি, রাণি ভানুমতি,
কোথা গেলে সতি, দুঃসময় ?
—রথ, মোর রথ—সারথি, সারথি,—
কৈ, কোথা গেল রক্ষিচয় ?

—উহু—বড় ব্যথা, দারুণ যাতনা—
রাজবৈদ্যেরে কে আনে ডাকি' ?
রাজার বীর্য্য, বীরের ধৈর্য্য—
সেও আজি হা'র মানিবে নাকি !
—তবু, তবু আমি করিনা শঙ্কা,
একাকী যুঝিব নির্ব্বিকার ;
অধর্ম্ম-রণে পরাজয় তবু
করিব সবলে অস্বীকার !

*　*　*　*

—হায় রে ভাগ্য ! তাও যে পারিনা,
ভগ্ন এ উরু ধূলায় লুটে ;—
আশ্রয়হারা বীর্য্য আমার
হাহাকারে শুধু কাঁদিয়া উঠে !

—বৃকোদর, তুই পাণ্ডবগ্লানি,
পাণ্ডুর গালে লেপিলি কালি,—
চোরের মতন দহিলি ধর্ম্মে
আপনার হাতে আগুন জ্বালি' !
—ক্ষত্রবংশে অক্ষত্রিয়—
বায়ুপুত্রেরই প্রমাণ ঠিক,—
কলঙ্কী ঐ পাণ্ডবনামে
ধিক্ ধিক্ তোর—শতেক ধিক্।
—বিশ্বে কি কা'রও চক্ষু ছিলনা !—
হায় রে, বিশ্বে কেই-বা আছে ?
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বিগত,—
কে ল'বে শাস্তি কাহার কাছে ?
—সবই সেই শঠ কৃষ্ণের কাজ,
ক্রূর চক্রীর কুমন্ত্রণা ;—
'ধর্ম্মরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য'—
মুখে যা'র বাণী-বিড়ম্বনা !
—কৃষ্ণের সাথে দুষ্টের দল
সখা বলি' যা'র দাস্য করে,
যদুবংশের সেই কলঙ্ক
চালায় তাদেরই হাস্যভরে !
—কোথা বলরাম উদার-বীর্য্য—
শুভ্রোজ্জ্বল রৈবতক ?
কুলপাংশুল এই তা'র ভ্রাতা—
পক্ষপাতী এ প্রবঞ্চক !

—উহু—সেই ব্যথা, আবার, আবার !
—কে ও ? কাছে এস, হে সঞ্জয়,
দুর্জ্জয় তব দুর্য্যোধনের
হের এই দশা-বিপর্য্যয় !
—কুরুকুল,—সে কি নির্ম্মূল তবে,—
কুরুক্ষেত্র ধ্বংস নাকি ?
বলো না মন্ত্রি,—নিশ্চুপ কেন ?
বুঝিবার আর আছে কি বাকী !
—ভাবিতেছ মনে, দুর্য্যোধনেরে
শুনাবে না সেই অশুভ কথা,—
হায়, তাত ! এই মৃত্যুর কূলে
আছে তা'র কোনো সার্থকতা ?
—আজ মনে পড়ে—সেই সভাগৃহে
পিতৃব্যের যুক্তপাণি,—
এদিনের কথা সেদিন বুঝিলে,
কহি তাঁরে সেই তিক্ত-বাণী ?

—রাজ-বংশের সম্ভ্রম চাহি'
তবু কোনো তাপ নাহি এ মনে,—
দুর্য্যোধনের মর্য্যাদাবোধ
কে না জানে তা'র শত্রুজনে ?
—ধর্ম্ম তাহার—কর্ম্ম তাহার
রাজ-রাজেন্দ্র-যোগ্য সবই,—
মানী পেত মান, গুণী আহ্বান,
অর্থী ফিরিত অর্থ লভি'।

ভীম

সুবিরাট বরদেহে বর্ণ তব কষিত কাঞ্চন ;
বিপুল বাহুর শক্তি প্রচ্ছন্ন প্রমত্ত প্রভঞ্জন,
আনত আপন বীর্য্যে ; সর্জ্জসম দৃপ্ত সরলতা
জানায় নিখিল চক্ষে দূর হ'তে বলিষ্ঠ বারতা।
একাধারে ভীমকান্ত—দেহমনে ভীষণ-সুন্দর—
প্রণতি তোমার পদে, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বৃকোদর!

বলরাম-শিষ্য তুমি, গুরুধর্ম্ম লেখা তব ভালে ;
অসত্য-সর্পিল পথে চলো নাই কভু কোনো কালে।
হোক্ জ্যেষ্ঠ, হোক্ শ্রেষ্ঠ,—হোক্ কৃষ্ণ—একান্ত আশ্রয়,-
সহজ সত্যের বলে মুহূর্ত্ত করনি কা'রো ভয়,
কভু কোনো দুঃখদিনে ; সাক্ষ্য তার, কৌরব-সভায়
রক্তের অক্ষরে লেখা—দুষ্টের শাসন-প্রতিজ্ঞায়!

ষষ্ঠ দিবসের যুদ্ধে, ভীষ্ম যবে ক্ষুব্ধ অভিমানে,
পূরিলা অব্যর্থ ধনু মন্ত্রঃপূত নারায়ণ-বাণে—
ত্রিলোক-সংহার-শক্তি,—কোথা ছিল অর্জ্জুন তখন—
অক্ষত্র ক্লীবের মত করি' নিজ পৃষ্ঠ প্রদর্শন
কৃষ্ণের নয়নে চাহি' ?—একা তুমি রহি' অস্ত্রপাণি
পালিলে প্রতিজ্ঞাধর্ম্ম, কৃষ্ণ চেয়ে সত্যে বড় মানি'।

বিশ্ব জানে,—তবু কেবা তোমা সম সেবে গুরুজনে !—
শক্তিতে বাঁধিয়া ভক্তি সুসংযত সত্যের শাসনে।
আত্মপ্রত্যয়ের বলে ভুঞ্জি' বিষ আত্মীয়ের হাতে,
মৃত্যুরে যুঝেছ তুমি মুখামুখী কৌতুকের সাথে,—
আপন স্বচ্ছন্দ বীর্য্যে ; গদা রাখি' অগ্রজের পদে
সরল শিশুরই মত সেবিয়াছ সম্পদে-বিপদে।

অকৃত্রিম প্রেম যেথা, টলিয়াছে অটল হৃদয় ;—
ভুলিয়াছ আভিজাত্য ; বেদনারে দিয়াছ আশ্রয়
অক্ষুণ্ণ অন্তর-ধর্ম্মে ;—রাক্ষসীর ব্যগ্র আলিঙ্গনে
সাগ্রহে দিয়াছ ধরা ; আশ্রিতের আর্ত্ত আবেদনে
অকুণ্ঠিত ক্ষাত্রবীর্য্যে সঁপিয়াছ আত্ম-প্রতিদান—
কেবা উচ্চ, কেবা নীচ—গণনি সমান-অসমান।

মোহান্ধ দেখেছি পার্থে, লোভান্ধ আচার্য্যশ্রেষ্ঠ দ্রোণে,
মদান্ধ দেখেছি কর্ণে, মানান্ধ রাজেন্দ্র দুর্য্যোধনে ;
তোমার মত্ততা যবে চোখে পড়ে—হেরি হুতাশন :—
দারুণ সে দীপ্ত বহ্নি—ক্ষাত্রবীর্য্যে শত্রুর শাসন—
অধর্ম্ম-নিধন-বজ্র—প্রজ্জ্বলিত আপনার তেজে ;
দগ্ধ করে, দীর্ণ করে, চূর্ণ করে দুষ্টদলে সে যে !

তবু হায় ! কত স্নেহ,—সে কি প্রেম সর্ব্বজন 'পরে !
উদার বীরের ধর্ম্ম স্বার্থত্যাগে আর্ত্তসেবা তরে
হেলায় সঁপিতে চাহে আত্মপ্রাণ রাক্ষসের হাতে ;—
বিস্মিত পাপিষ্ঠ বক—শেষ দৃষ্টি মুদে সে শ্রদ্ধাতে !
মধ্যম যে জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ, কনিষ্ঠের গরিষ্ঠ সে গুণে ;—
দধীচি শিহরে স্বর্গে মর্ত্ত্যের অপূর্ব্ব বার্ত্তা শুনে'।

অক্ষয় বীরের বংশে বীরশ্রেষ্ঠ তুমি বৃকোদর,
অক্ষয় ত্যাগের গোত্রে ত্যাগিশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় শঙ্কর—
আত্মভোলা আশুতোষ ! রুষ্টি তুষ্টি সবই সে সরল ;
সত্যসম শুভ্রমূর্ত্তি—তুল্য যা'র অমৃত গরল !
মানবের মহত্ত্বের পারাবারে তুমি শেষ পার—
ভীমকান্ত হে সুন্দর ! পুনশ্চ তোমারে নমস্কার।

শবরীর প্রতীক্ষা

পম্পাসরোবরতীরে সূর্য্যদেব অস্ত যা'ন ধীরে,—
বুলা'য়ে আরক্ত কর ক্লান্ত তপ্ত ধরণীর শিরে,
শান্তির আশিসে ভরি'। ধূসর তরল অন্ধকারে
ছেয়ে আসে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ অস্পষ্ট আকারে।
চাহিয়া ঈর্ষ্যার দৃষ্টি স্ফুটমান কুমুদের পানে,
পরিপাণ্ডু পদ্মদল মুদে আঁখি রুদ্ধ অভিমানে!
তীরাস্তৃত শৈবালের শ্যামায়িত স্বচ্ছ অবকাশে
হংসকারণ্ডবদলে বিশ্রামের সাড়া পড়ে' আসে—
আতৃপ্ত গদ্গদ কণ্ঠে, বিধূনিত সিক্ত পক্ষপুটে;
শষ্পগন্ধে ঝিল্লিচ্ছন্দে সন্ধ্যাকাশ পূর্ণ হয়ে উঠে।

মতঙ্গের তপোবনে সান্ধ্য হোম হ'য়ে এল শেষ
উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্রে; ধীরে করি' নয়ন উন্মেষ
চলিলা তপস্বিবর মন্দপদে ছাড়ি' দর্ভাসন,—
যেথা দ্বারপ্রান্তদেশে নতজানু মুদ্রিত-নয়ন
বসিয়া শ্রমণীবালা যুক্তকরে মৃত্তিকার 'পর;
—কহিলা উদার কণ্ঠে—বৎসে, আজি ল'ব অবসর
এবারের জীবজন্মে, ত্যজি' দেহ সমাধি-আসনে।
ইহজগতের চিন্তা কিছু আর নাহি আজি মনে,
তোমার মঙ্গল ছাড়া; অনাথিনি শবর-কুমারি,
আশ্রিত আশ্রমে মোর, জানি তুমি সত্যের ভিখারী।
(ঈষৎ থামিয়া)··· ··কি ভাবিছ মৌন মুখে?

শবরী। ……কি ভাবিব? কিবা আছে আর?
প্রভু, পিতা,—এ জগতে কি আমার আছে বা চিন্তার?
সবই সুবিজ্ঞাত তব—চিন্তা, চেষ্টা, স্মরণ, মনন,—
যেদিন ও পাদপদ্মে পতিতারে দিয়াছ শরণ
আপনার কন্যা বলি',—ইষ্টমন্ত্র সঁপি' তা'র কাণে,
আজন্ম-দুর্ভাগা এই গৃহহীন অনার্য্য-সন্তানে
পালিয়াছ শিষ্যারূপে পবিত্র এ তপোবনবাসে।
…এক প্রশ্ন, তবু দেব, আজ্ঞা কর, মনে যাহা আসে,—
কোন্ অপরাধে, প্রভু, অপরাধী আজি ও চরণে,
হেন সুদুঃসহ বাণী যা'র লাগি' শুনিনু শ্রবণে,—
মৃত্যুসম গণি যাহা!

মতঙ্গ। …… অপরাধ? নহে অপরাধ।
—শান্ত হও, বৎসে, তুমি। অনর্থক না গণ' প্রমাদ
যথার্থ এ উক্তি শুনি'। চিত্ত তব পবিত্র নির্ম্মল,
সর্ব্বদোষস্পর্শহীন। তথাপি এ সঙ্কল্প নিশ্চল,—
ত্যজিব এ দেহবাস আপনারই অভিপ্রায়ক্রমে;
বারম্বার বলিয়াছি,—মৃত্যুরে ভেবনা শেষ, ভ্রমে।
—অনিত্য এ দেহমায়া। তোমারে জানাই আশীর্ব্বাদ…
পূর্ণ হোক্ ইষ্ট তব, সিদ্ধ হোক্ সাধনার সাধ।
সত্যের প্রতীক্ষা কর জীবনের অনুভূতিমাঝে
নিষ্ঠায় বাঁধিয়া বক্ষ।

শবরী। পিতা, পিতা, কিছু জানিনা যে—
কে দিবে আমারে স্থান? কোথা যাব ছাড়ি' তপোবন?

শবরীর প্রতীক্ষা

মতঙ্গ। বৎসে, এ আশ্রমভূমি তোমারে করিনু সমর্পণ ;
আজি হ'তে সর্ব্ব কার্য্যে তোমারে সঁপিনু অধিকার ;
—যোগ্য হস্তে, শুদ্ধ চিত্তে যদি তুমি পালো এই ভার,
ধরি' তব সিদ্ধিরূপ, মর্ত্ত্যে যিনি মূর্ত্ত নারায়ণ,—
সেই রামচন্দ্র তব আশ্রমে দিবেন দরশন ;—
স্পর্শে যাঁর সঞ্জীবিত অভিশপ্ত অহল্যার প্রাণ,
অস্পৃশ্য নিষাদে যিনি সখ্যে বাঁধি' বক্ষে দেন স্থান,
অরণ্যের শাখামৃগ যাঁর প্রেমে বন্ধু প্রিয়তম,—
সেই রামচন্দ্র হেথা আসিবেন, শুন বাক্য মম ;
প্রতীক্ষা করহ তাঁর।...শিবমস্তু,—আসন্ন সময়।
(ধীরপদে অন্তর্ধান)

শবরী। পিতা, পিতা! (ভূমিতে অবলুণ্ঠিত প্রণাম ও উত্থান)
......রামচন্দ্র, রামচন্দ্র। সেই দয়াময়!—
শবরীর এ আশ্রমে? হেন ভাগ্য কবে হ'বে তা'র?
সাক্ষাৎ মিলিবে চক্ষে মর্ত্ত্যরূপে জগৎ-পিতার?
......শান্ত হ' সন্দিগ্ধ মন! মিথ্যা নহে মতঙ্গের বাণী,—
সত্যদ্রষ্টা ঋষিকণ্ঠ অসত্য না কহে কভু, জানি।
—কি করিব? কোথা যা'ব? কি দিয়ে তুষিব দেবতারে?
কোন্ পথে, কোথা হ'তে, কেমনে সাক্ষাৎ পা'ব তাঁরে?
কি ফুলে গাঁথিব মালা? কোন্ বর্ণ মানাইবে ভালো
নবদূর্ব্বাদলদেহে? অবসিত দিবসের আলো—
সন্ধ্যায় আসেন যদি? হেরিতে সে বরমূর্ত্তিখানি
কোন্ দীপ জ্বালাইব? কালো হাতে কোন্ অর্ঘ্য আনি'
কোথায় বসা'ব তাঁরে? কি বলিয়া করিব আহ্বান?
—পাদস্পর্শ করিব কি?—অস্পৃশ্যা যে! তিনি ভগবান্!

কি ফল লাগিবে মিষ্ট ঐ মুখে ?—মহারাজ তিনি
ধরণীর শ্রেষ্ঠ বংশে ; ভোগ্য তাঁর চক্ষে নাহি চিনি !
—পিতা, পিতা, এ কি ভার দিয়ে গেলে অক্ষমার হাতে ?
আমি যে অযোগ্য তা'র,—কাঁপে চিত্ত সন্দেহ-দোলাতে !

* * * *

দিনে দিনে দিন যায়,—দিন যায় ;—রাত্রি যায় চলি' ;
মাসে মাসে বর্ষ যায়,—বর্ষ যায়,--আশার অঞ্জলি
শুকাইয়া উঠে হাতে—বেদনায়, ব্যর্থ প্রতীক্ষায়।
কৈশোর যৌবন ক্রমে,—ভরে দেহ পূর্ণ সুষমায়
অজ্ঞাতে অনবধানে।—দিন যায়।—রঘুপতি রাম—
কই তিনি ? কোথা তিনি ? হায়, দরিদ্রের মনস্কাম !

লতায় ফুটিল ফুল—স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে ;
পরিপুষ্ট তনুবল্লী কমলে কাঞ্চনে কুরুবকে—
পূজার্থী প্রতিমা যেন ! প্রতীক্ষায় কাটে দীর্ঘ দিন।
হৃদয়-নয়নানন্দ কবে আসি' হবেন আসীন
অতর্কিত অবসরে !—অনাদরে যদি যা'ন চলি',
মতঙ্গের তপোবনে অভ্যর্থনা মিলিল না বলি'—
অক্ষমার অপরাধে অবহেলা ভাবি' মনে-মনে !
ছি ছি ! মরি সে লজ্জায়,—শিহরি সে ভ্রষ্ট আচরণে।

অপেক্ষার একাগ্রতা উগ্রতর করি' তাই চোখে,
বনবীথি-তলেতলে ফিরে বালা মুগ্ধ দিবালোকে,—
উচ্চকিত অনুক্ষণ ; তপস্যার কাল ব'য়ে যায়।
—আসিয়া থাকেন যদি অন্য পথে, ভাবিয়া ত্বরায়
আবার আশ্রমে আসে ! শয্যা রচি' কুসুমে-পল্লবে
যাপে দীর্ঘ বিভাবরী পথ চেয়ে, বাঞ্ছিত বল্লভে !

শবরীর প্রতীক্ষা

—কোথায় সে সীতাপতি, মূর্ত্তিমান্ অখিলের স্বামী ?
অপেক্ষায় কাটে দিন ; অন্ধকার চক্ষে আসে নামি'।
রামচন্দ্রহীন রাত্রি ঘন হয়ে ঘিরে তপোবনে,—
নিশিজাগরণমসী আঁকি' শুধু কলঙ্কী নয়নে !

দিন যায়, রাত্রি যায় ; দিনে-রাত্রে মাস যায় ঘুরে',
মাসে মাসে বর্ষ যায় ; বর্ষে বর্ষে যুগ আসে পূরে' ;—
রাঘবের নাহি দেখা,—আশ্রমে সে পদ নাহি পড়ে।
আবর্ত্তিত কালচক্র, শিশিরে বসন্তকান্তি ঝরে !
পুষ্পহীন লতামঞ্চ ; পক্ক ফলে আনত বিতান ;
শিথিল বন্ধনমূল,—শ্রীহীন মালঞ্চ ম্রিয়মাণ ;
খসে' পড়ে জীর্ণ পত্র ; বিগলিত লোল গ্রন্থিজাল,
—বার্দ্ধক্যের নামাবলী সর্ব্বাঙ্গে পরায় মহাকাল !
ব্যর্থতায় ভগ্ন দেহ ; দীপ্ত দৃষ্টি আচ্ছন্ন নয়নে ;—
আশ্রমকুটীরপ্রান্তে শবরী তথাপি একমনে,
দৃষ্টি মেলি' পথপানে,—কখন্ যে আসিবেন রাম ;
জরায় চরণ পঙ্গু ;—মুখে শুধু জপে তাই নাম !
সুসজ্জিত পাদ্য অর্ঘ্য, সুবিন্যস্ত ফলমূলথারি,
নারিকেলপাত্রপূর্ণ সমাহৃত সরোবর-বারি !

দিন রাত্রি, রাত্রি দিন—জাগরণে অথবা তন্দ্রায়—
কোন্ মুগ্ধ ক্ষণে যদি রামভদ্র এসে ফিরে' যায়
মন্দপদে !—মন্ত্রদ্রষ্টা মতঙ্গের বাণী অতর্কিত :—
শুভ আগমন তাঁর ঘটিবেই,—জানি সে নিশ্চিত ;
—কিন্তু যদি প্রাণ যায় ! রাম, রাম, কৌশল্যানন্দন !
—দ্রুততর চলে জপ—এস এস থাকিতে জীবন।

অবসন্ন দীর্ণ দেহ, অবশ অঙ্গুলি নাহি চলে ;
—রাত্রি ভোর হয়ে আসে,—হাসে ঊষা উদয় অচলে !
সূর্য্যবংশ-অবতংস,—এস এস সর্ব্বগুণাধার,
এস হে করুণ কান্ত, এ পতিতে করহে উদ্ধার।
পম্পাসরোবরতীরে হাসে রবি কমললোচনে—
আপনারই গোত্রমাঝে প্রমূর্ত্ত হেরিয়া নারায়ণে।

—কার ঐ পদধ্বনি ?—কে আসে রে ?—আসে নাকি রাম ?
—চরণ চলিতে নারে,—ঘন ঘন জপে আরো নাম !
নাসায় পশিছে গন্ধ !—পদ্ম কি ফুটিল দূর্ব্বাদলে ?
—কই, কোথা প্রাণারাম ?—রুদ্ধ দৃষ্টি নয়নের জলে !

রামচন্দ্র। (মন্দপদে সম্মুখে আসিয়া)
—এই তো এসেছি আমি ; কোথা তুমি শবরী সুন্দরি,
কে বলে পতিতা তুমি ? তুমি মোর মর্ম্ম-সহচরী !
কৃতার্থ আজিকে আমি তোমার বাঞ্ছিত দরশনে ;—
দৃষ্টি যার সত্যসন্ধি, তারেই তো খুঁজি ত্রিভুবনে !

অশোক

ক্রুদ্ধ অশোক কলিঙ্গ রণে
ঘেরিয়া দন্তপুর,
অবরোধে ভরি' রচিল নগরী
নব অন্তঃপুর !
রুদ্ধ করিতে ক্ষুব্ধ জুয়ার
পুরবাসী যবে আঁটিল দুয়ার,
ফুঁসিতে লাগিল শত্রুবাহিনী
মৃত্যুপিপাসাতুর !

তিন মাস ধরি' মগধসৈন্য
আগলি' রহিল দ্বার ;
নগরবাহিরে বাহিরিয়া আসে—
এহেন সাধ্য কা'র ?
অসহ কষ্টে স্বেচ্ছাবন্দী—
তবু চাহিল না করিতে সন্ধি,
হেলার চক্ষে বিপক্ষদলে
করিল অস্বীকার !

দুর্গ-কবাট প্রতিজ্ঞাসম
কিছুতে দিল না পথ,—
বন্যার মুখে শিলা-গাঁথা যেন
হিমাদ্রি-পর্ব্বত !
ক্ষুব্ধ নৃপতি জ্বলদভিমান
গর্জ্জি' উঠিল সিংহ-সমান—
"সারা কলিঙ্গ করিয়া শ্মশান
পূরাইব মনোরথ।"

দিকে দিকে ধেয়ে চলিল অমনি
অসংখ্য সেনা তা'র ;
কুণ্ঠাবিহীন লুণ্ঠনে উঠে
ঘরে ঘরে হাহাকার !
কোথায় শস্য, কোথা সম্পদ্—
শূন্য হইল যত জনপদ ;
চারিধারে বেড়ি' বিজয়ী সৈন্য
সাধে শুধু সংহার !

রাজ্য জুড়িয়া রাত্রিদিবস
শুধু হায় হায় রব ;
শোণিতপঙ্কে সারা কলিঙ্গে
প্রলয়ের তাণ্ডব !
ভরি' উঠে দেশ হিংসার গানে,
শোনে তা' অশোক তৃপ্ত পরাণে,—
যত শোনে কাণে, তত বেড়ে' উঠে
বিজয়ের উৎসব !

—কিন্তু কে ঐ ?—দেখ' তো মন্ত্রি—
কিসের ভিক্ষা চায় ?
চোখ দু'টি ওর বড় সুন্দর,—
বিহ্বল করুণায় !
—বৌদ্ধ ভিক্ষু ?—আবার এখানে ?
শুধাও—দেশের কি বারতা জানে।
নূতন তথ্য এলে সন্ধানে,
ব্যর্থ না ফিরে' যায়।

—না, ও কিছু নয়—মিথ্যা সময়
লইও না সন্ন্যাসী ;
যুদ্ধাবসানে সংবাদ ল’য়ে
সাক্ষাৎ করো’ আসি’ ;
রক্তে রঙীন আজি এ গোধূলি,
শান্তির কথা রাখো তব তুলি’ ;
—খাদ্য-পানীয় চাহ যদি, লহ,
থাকো যদি উপবাসী ।

—কি বুঝিবে তুমি, সংসারত্যাগী,
ভারতের সম্মান ?
দেশমাতা মোর শুধু কি জননী ?
—সে মোর মনঃপ্রাণ !
শক্তির মূল, মুক্তির আশ,
চক্ষের আলো, মর্ম্মের শ্বাস,
ভারত আমার বিশ্বাসী বুকে
স্বর্গের সন্ধান !

—জানো কি, অশোক আত্ম-আহুত
সেই ভারতের পায়ে ?
রক্ততিলক পরালো সে যারে
বলি দিয়া নিজ ভায়ে !
ছার কলিঙ্গ—কি ছার মেদিনী !
পাদপীঠে তার ত্রিজগৎ জিনি’
বিশ্বের রাণী চাহে সে করিতে
সাজাইয়া সেই মায়ে !

ফিরায়ে নয়ন, রাধাগুপ্তেরে
আদেশ করিলা ডাকি'—
পাটলিপুত্রে বার্ত্তা পাঠাও
লক্ষ সৈন্য লাগি' ;
যেখানে যা' থাকে খণ্ডরাজ্য,
জিনি' ভরি' তোল' এ সাম্রাজ্য,—
আজি হ'তে জয় জপো নির্ভয়
দিবসযামিনী জাগি' !

—দেখ তো মন্ত্রি,—ফিরে' গেল না কি
সন্ন্যাসী খালি-হাতে ;—
যাবার সময় কি যেন দেখিনু
অদ্ভুত আঁখিপাতে !
—কি বলিয়া গেল ?—শান্তির পথ
করুণায় ছাড়ি' জানে না জগৎ !
—কি বলিল শেষে ?—যুদ্ধের জয়
মরে সে আত্মঘাতে !

*　　*　　*

স্তব্ধ নৃপতি তিন দিন ধরি'
রহিল বিমনা হ'য়ে ;
পারিষদদল আসে, ফিরে' যায়—
যে যার বারতা ক'য়ে ;
যুদ্ধ-সচিব কহি' সংবাদ
মুখপানে চেয়ে গণে পরমাদ !
রাধাগুপ্তের মন্ত্রণা—সে'ও
ফিরে ব্যর্থতা ব'য়ে !

২

সেদিন আকাশে মেঘ করেছিল,—
দেরীতে ফুটিল তারা ;
থেকে থেকে বয় এলোমেলো বায়—
উদাসীন দিশাহারা !
শিবিরবাহিরে প্রস্তরাসনে
সম্রাট একা ভাবে আনমনে,
—ঐ যে উর্দ্ধে নীরব দৃষ্টি—
অতি দূরে -ওরা কা'রা ?

—মনে পড়ে' যায় সহসা প্রেয়সী
মূর্ত্তি সুনন্দার—
নির্ব্বাসিতা সে সীতারই মতন,
—দুঃসহ দুখভার !
পত্নীরে যা'র হেন ব্যবহার—
সাজে কি তাহার রাজ-অধিকার ?
—ভারতের নামে এও কি রে তবে
নিজেরই অহঙ্কার !

—সুত মহেন্দ্র, কন্যা মিত্রা—
একে একে তা'রা আসি'
কলিঙ্গজয়ী রাজা অশোকের
চক্ষে উঠিল ভাসি' !
—রে আত্মঘাতী, ওরে উদাসীন,
তোরি সন্তান—তা'রা আজি দীন !
মূঢ় সম্রাট ! এই আদর্শে
ভুলাবি জগৎবাসী ?

—মিথ্যা, মিথ্যা, সকলই মিথ্যা,
মিথ্যা উচ্চ নাম ;—
দেশের ছলনে চাহিস সাধিতে
আপন মনস্কাম !
—কে গাহিছে ঐ ?—"হে মুক্তিকামি,
সন্ধ্যার ছায়া আসিতেছে নামি'
লহ বুদ্ধের শান্তির বাণী—
আনন্দ-অভিরাম !"

৩

সপ্তাহ শেষে—সন্ধ্যা তখন—
সূর্য্য অস্তে যায়,
কালো জল আরো কালো হ'য়ে উঠে
দূরে পুর-পরিখায় ;
সারি' অবরোধ-পরিদর্শন,
মৌন নৃপতি—বিষণ্ণ মন,
ধীরপদে আসি' পশিলা শিবিরে—
ভ্রমণক্লান্তকায় ।

ব্যস্ত-চরণে আনিল মন্ত্রী
নব সংবাদ বহি',—
বাঙ্গলার রাজা—প্রজা বীরসেন
হইয়াছে বিদ্রোহী !
কলিঙ্গরাজ সঁপি' যা'র করে
স্বীয় কন্যায়—যে স্বয়ম্বরে,
হেসে বলেছিল—শূদ্র রাজার
সেবাদাস আমি নহি !

—সেই বীরসেন—করদ ভৃত্য—
এহেন দর্প তার !
—মুখের বাক্য সহসা রুধিল
বাহিরের হুঙ্কার !
কলকোলাহল বিদরে গগন,
স্তনিত পৃথ্বী, ধ্বনিত পবন,—
ত্বরিতে বাহিরে আসিয়া অশোক
নেহারিল চারিধার ।

রাত্রির ভালে লক্ষ মশালে
চক্ষে পড়িল ধরা—
পুরদ্বারের পুরোভাগভূমি
অশ্বারোহীতে ভরা !
বঙ্গভূমির তরবারি-আঁকা
ঊর্দ্ধে তুলিছে সবুজ পতাকা !
—ঐ বীরসেন—জ্যোতিষ্কসম—
শ্বেত উষ্ণীষ-পরা !

মশাল-আলোকে চমকিয়া চোখে
উচ্ছ্রিত তরবার
অপ্রস্তুত মগধসৈন্যে
কাটি' চলে চারিধার !
ঘন ঘন উঠে বঙ্গের জয়,
মূঢ় সেনাদলে হানি' বিস্ময়,
নিজ বল ল'য়ে পঁহুছিল বীর
যেথায় পুরদ্বার !

যন্ত্রচালিত দুর্গদুয়ার
অমনি সে গেল খুলি',-
মন্ত্রে যেন-বা চক্ষের ধনে
বক্ষে লইল তুলি' ;
অতি অপূর্ব্ব রণকৌশলে
স্তম্ভিত করি' বিক্রমবলে
বীরসেন আজি শত্রুর চোখে
ছড়াইয়া দিল ধূলি !

ক্ষণেকের তরে অশোকের মনে
জ্বলিয়া উঠিল রোষ ;
ধিক্কার হানি' স্বীয় আলস্যে
জাগিল অসন্তোষ ।
ক্ষুদ্র করদ—এত তেজ তা'র !
এ হেন দম্ভ—সম্মুখে কা'র ?
তথাপি ধন্য বীর্য্য তাহার—
নির্ভীক নির্দ্দোষ !

কহিল মন্ত্রী—কৃতঘ্নতার
দিতে হ'বে প্রতিফল,-
কলিঙ্গসাথে বঙ্গের মিল
ঘটাবে চোখের জল !
কহে সম্রাট—ঐ বীরত্বে—
বৈরতে নয়, বাঁধি' মমত্বে,
ভাবিতেছি মনে, সাধিব কেমনে
মগধের মঙ্গল ।

শুধা'ল মন্ত্রী—এই কি শাস্তি
বিশ্বাসঘাতকের ?
উত্তর এল—ভাবিনি সে কথা—
ভেবেছি বীরত্বের !
ক্ষুণ্ণ মন্ত্রী ভাবে,—এ কি কথা !
কোন্ পথে পা'ব মনের বারতা ?
মৃদু গম্ভীরে রাজা কহে ধীরে—
রাত্রি হয়েছে ঢের !

৪

অর্দ্ধরাত্রে উদিল চন্দ্র
দুর্গপ্রাকারপারে ;
প্রেতের মতন শোভিছে শিবির
আব্ছা অন্ধকারে ;
প্রহরী হাঁকিছে দণ্ডে দণ্ডে,
ঘণ্টা বাজিছে কাংস্যকণ্ঠে ;
একা সম্রাট স্তব্ধ বিরাট
চাহি' ব্যোমপারাবারে !

দূরে উঠে গান—"কেন মিছে, নর,
দুঃখের ভার বহ ?
মুক্তিসাগরে কর নির্ব্বাণ
বাসনা সুদুঃসহ ;
প্রতি নিঃশ্বাসে দিন যে ফুরায়,
ডাকো তা'রে—যে-বা যাতনা জুড়ায় ;
—প্রভু সুগতের দু'টি রাঙা পায়
লহ রে—শরণ লহ।"

—গান নয়, যেন কাঁদিছে করুণা
বেদনা-সাগরতীরে ;
স্তব্ধ বিমান, নিশীথের প্রাণ
গলিছে শিশিরনীরে !
রাজা অশোকের বজ্রবক্ষে—
মর্ম্মপুরীর কক্ষে কক্ষে,
ফিরে' ফিরে' করে পরশন তা'রি
বার-বার ধীরে-ধীরে !

৫

দু'টি বৎসর গেছে তারপর
কলিঙ্গ-রণ-ভূমে ;
জেগেছিল যারা বিশ্রামহারা,
ঘুমায় গভীর ঘুমে !
সম্রাট তা'র যজ্ঞের শেষে
বিজয়মাল্য পরিয়াছে কেশে ;
শবসাধনার শেষের আহুতি
নির্ব্বাণ চিতাধূমে !

কলিঙ্গ শুধু পিঙ্গনয়নে
চাহিয়া ঊর্দ্ধপানে,—
মরুভূমি যেন নির্মেঘাকাশে
দৃষ্টিশায়ক হানে !
মাঠে নাহি ঘাস, পাতা নাহি গাছে,
শূন্য পুরীতে মহামারী নাচে !
শ্রান্ত অশোক ঘুরিছে আপন
কীর্ত্তির সন্ধানে !

—ঐ সে কীর্ত্তি!—শূন্যভবনে
জননীর বাহুপাশে—
শবের বক্ষে—শিশু-কঙ্কাল
চুষিছে স্তন্য-আশে!
—কে বা তা'র কাছে তরুণী তাপসী
করুণ নয়নে কাঁদিতেছে বসি'?
—ঐ না মিত্রা—আপন পুত্রী—
শ্মশানসেবার বাসে!

—ঐ সে আবার!—অন্য পুরীতে
ভিন্ন মূর্ত্তিখানি!
থাকিতে জীবন, হিংস্র শ্বাপদে
কা'রে করে টানাটানি?
নিরন্ন দেহে নাহি কোনো বল,
কে কারে নিবারে? সে আশা বিফল!
শ্বাপদের চোখে পড়িল নৃপতি
নিজ অন্তরবাণী!

—ঐ আরবার!—মৌন নগরে
শূন্য প্রাসাদসারি;
রিক্ত কক্ষে মুমূর্ষু তা'র
চাহে পিপাসার বারি!
মুণ্ডিতশির শিশু-সন্ন্যাসী
ব্যস্ত ব্যাকুল জল দিল আসি',—
মূর্ত্তির পানে চাহিয়া অশোক
চিনিল কুমারে তা'রি!

দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ নাহি হয়
কীর্ত্তিতীর্থে আর ;
ঘুরে' ঘুরে' দেখে সম্রাট তার
নবজিত ভাণ্ডার !
খুঁজিয়া মন্ত্রী পশিল সেথায়,
কহে—মহারাজ, লগ্ন যে যায় !
এই বেলা জয় না করিলে নয়—
সুযোগ মিলেছে তা'র !

কাণে আসে গান—"রাজার পুত্র
ভিখারী সেজেছে আজ !
ছিল নররাজ, আজি বিশ্বের
মহারাজ-অধিরাজ !
সব মিছে, শুধু দুঃখ সত্য—
জানিয়াছে সেই পরম তথ্য ;
সবার দুঃখে, সবার বক্ষে
জাগিছে তাহারি কাজ !"

—হা হা করি' হাসি' কহিলা অশোক—
মন্ত্রি, আরো কি চাহ ?
আজিও তোমার মহানরমেধ
হ'লনা কি নির্ব্বাহ !
শোনো—আমি নর, নহি নরপতি,
ঐ তো সমুখে দেহ-দুর্গতি !
মন্ত্রি, কোথায় ফিরাবে আমারে ?
—হইয়াছে গৃহদাহ !

—জননী ভারত, নূতন ছন্দে
এবারে গা'ব মা গান
আর রাণী নহ, দেবী ক'রে আজি
দিব তোরে সম্মান।
ভুলেনি অশোক অতীতের পণ,
রণজয়ে আর নাহি তা'র মন;
ধর্ম্মবিজয়ে জিনিয়া ভুবন—
চরণে করিবে দান।

জয়-পরাজয়

কলিঙ্গরাজ পড়িয়াছে রণে
শত্রুর অসিঘাতে ;
আহত কুমার শক্রাদিত্য,
—সেও ধরাশয্যাতে !
বাঙ্গ্‌লার বীর বীরসেন ছাড়া
বীর নাহি কেহ বাকী,-
পড়িতে পড়িতে রয়ে গেছে যেন
শেষরক্ষার রাখী !

গরজি' উঠিল মগধসৈন্য—
জয়, অশোকের জয় !
—ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিল সে ধ্বনি
ঊর্দ্ধে—আকাশময় ।
বীরসেন শুধু বারেক চাহিয়া
দুর্গপ্রাকারপারে,
বজ্রের মতো পড়িল আসিয়া
মৃত্যুর পারাবারে !

কলিঙ্গসুতা কুমারী প্রজ্ঞা—
বঙ্গের ভাবী-বধূ—
শত্রুর মুখে কালকূট যেবা,
মিত্রের বুকে মধু—

পঞ্চহাজার সখীসঙ্গিনী
রণরঙ্গিণী সাজি'
দুর্গ হইতে দৃষ্টি-পুষ্পে
বীরেরে বরিল আজি।

শক্তিরও সীমা আছে রণভূমে ;
সহস্র অরি নাশি',
—সেই বীরসেন—বর্শা-আঘাতে
প্রাণ দিল শেষে হাসি'!
গর্জ্জি' উঠিল আবার মগধ—
জয়, অশোকের জয়!
রমণীকণ্ঠে ঢাকিল সে ধ্বনি—
নয়—নয়, কভু নয়!

—নয়, নয়, নয়—ঝঙ্কারে ফিরে'
পঞ্চহাজার নারী!—
নহি পরাজিত—করি না স্বীকার
শত্রুর তরবারি!
—চণ্ড অশোক, ভণ্ড অশোক,
মিথ্যা জয়ের রাজা,
লহ আজি শিরে, ভ্রাতৃহন্তা,
নারীহস্তের সাজা!

—বলিতে বলিতে মুক্ত দুয়ারে
দৃপ্ত কৃপাণ ল'য়ে,
অশ্বারোহণে কুমারী প্রজ্ঞা
আসিল বাহির হ'য়ে!

সঙ্গে তাহার পঞ্চহাজার
কলিঙ্গ-পুরবালা--
পঞ্চহাজার নাগিনীর মতো
উগারে গরল জ্বালা !

যে বজ্র-হিয়া টলেনি কখনো
বিপদ-ঝঞ্ঝামাঝে,
সিন্ধু হইতে শৈলে যাহার
বিজয়-দামামা বাজে ;
দুলায়নি যা'রে রমণীর প্রেম,
ভুলায়নি যা'রে ভাই.
জয় ছাড়া যা'র চক্ষের আগে
দ্বিতীয় দৃষ্টি নাই ;
—সেই সম্রাট—হেরি' এই নব
রণরঙ্গিণী-রূপ,
চমকি' উঠিল বিস্ময়ে ভয়ে—
স্তম্ভিত নিশ্চুপ !

পলকের মাঝে সম্বরি' স্বীয়
প্রমত্ত সেনাদলে,
রণভঙ্গীতে বাহু-ইঙ্গিতে
উচ্চে ফুকারি' বলে—
সাঙ্গ এ রণ, হে সৈন্যগণ !
ত্যাগ করো তরবারি ;
অশোকের অসি যুদ্ধে কখনো
বিদ্ধ করে না নারী !

চিরজয়ী রণে—আজি সে জীবনে
প্রথম মানিল হার,
অস্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ জানি এ
নারীর তিরস্কার !

—এত কহি' বীর, অশ্ববাহিনী
প্রজ্ঞার সম্মুখে,
ত্যাগ করি' অসি নিরস্ত্র-হাতে
দাঁড়াইল হাসিমুখে।

পঞ্চমে তা'র হাঁকিলা প্রজ্ঞা—
কাপুরুষ, অসি লহ,
রমণীর প্রতি হেন অবজ্ঞা
দশগুণ দুঃসহ !
পিতৃহন্তা, ভ্রাতৃহন্তা,
নৃশংস, জেনো তবু—
নিরস্ত্র জনে কলিঙ্গ-নারী
অস্ত্র হানে না কভু !
দস্যু, তোমার দুঃসহ অসি
তুলি' লহ শেষবার ;
নারীর হস্তে হোক সমাপ্তি
স্পর্দ্ধিত হিংসার !

—প্রতিজ্ঞা করি' ছেড়েছি যে অসি,
আর না লইব তুলি'—
কহিলা অশোক—আসুক শাস্তি,
হেলিবে না অঙ্গুলি !

—ধূর্ত্ত অশোক, ভাবিয়াছ মনে,
উদার কথার ছলে,
বিনা-রণে জিনি' রুদ্ধ এ পুরী
ধ্বংসিবে পলে-পলে ?

—নিজ হাতে দিনু উঘারি' বক্ষ,
হানো তব তরবার ;
দম্ভী অশোক সত্যই চাহে
কঠিন দণ্ড তা'র ;

—হউক সে পাপী, মানুষ তবু সে—
দেখাবে বিশ্বে আজ,
বাক্য তাহার তেমনি কঠিন,
যেমনি কঠোর কাজ !

—পুরী অবরোধ ?—আজই ল'ব তুলি',
কথার ছল এ নহে ;
অশোক আজিকে হারিয়া বাঁচিল,—
মগধ-নৃপতি কহে।

বাসবদত্তা

বাসবদত্তা,   বাসনামত্তা
        বাসবদত্তা নারী !
হে নয়নরমা,   কর মোরে ক্ষমা—
        তোমারে চিনিতে নারি ।
মণিকাঞ্চন   রতনভূষণ,
        বিচিত্র বেশবাস,
অতৃপ্ত মন   রূপ-যৌবন,
        অকুণ্ঠ অভিলাষ ;
পুষ্পিত পাণি   সুস্মিত বাণী,
        কৌতুকরস-ফাগ,
নৃত্যললিত   বাহুবলয়িত
        সঙ্গীত চিতরাগ ;
কুঞ্জ-ভবন   মঞ্জু পবন,
        গন্ধ-প্রদীপ-ভাতি,
পুলকোচ্ছল   ভূলোকোজ্জ্বল
        উন্মদ মধুরাতি ;—
বাসবদত্তা   বিলাসমত্তা,
        বাসবদত্তা নারী !
ক্ষমা কর অয়ি   বিভ্রমময়ী—
        চিনিতে যদি-না পারি !

বাসবদত্তা ব্যসনমত্তা,
বাসবদত্তা নারী !
ভ্রূবিলাসময়ী ক্ষমা কর অয়ি,
যদি-না চিনিতে পারি ।
হৃদয়-খেলায় বিলাসে হেলায়
জিনি' কত দেহমন,
বেদনার পারে হাসিয়া তাহারে
করেছ বিসর্জ্জন !
কত আঁধি রাতে দু'টি আঁখিপাতে
আলেয়ার আলো জ্বালি'
কত-না পথিকে ভুলায়ে বিদিকে
দিলে হাসি' করতালি !
রূপ-আসক্ত কত-না ভক্ত—
নিশীথ-সেবার সাথী,
সহি' অপমান সঁপিয়াছে প্রাণ
না পোহাতে মোহ-রাতি !
বাসবদত্তা রূপপ্রমত্তা,
বাসবদত্তা নারী !
ওগো মণিহার, সূত্র তোমার
ধরিবারে নাহি পারি ।

বাসবদত্তা

বাসবদত্তা আসবমত্তা,
বাসবদত্তা নারী !
বহে হিমবায়, রাত্রি যে যায়—
তবু তো চিনিতে নারি।
পূর্ব্ব আকাশে অরুণ-আভাসে
ফুটিছে জবার হাস,
একে একে খুলে' পড়ে পদমূলে
তামসী নিশির বাস ;
অচেনা আলোকে পড়েছে কি চোখে
হেন কোনো রূপরাশি,—
যা'র মহিমায় ভুবন ভুলায়,
টলায় মুখের হাসি ?
—যে রূপের পাশে আঁখি মুদে' আসে,
খোলে হৃদয়ের দ্বার,—
মিছে মনে হয় যত পরিচয়,
গত সুখসম্ভার !
বাসবদত্তা প্রমোদমত্তা,
বাসবদত্তা নারী !
এ কি অপরূপ ! হেরি তব রূপ
চিনিয়া চিনিতে নারি !

বাসবদত্তা অপ্রমত্তা !
কবির মিনতি লহ,
স্বরূপ তোমার কহ একবার—
তুমি কি সে-তুমি নহ ?
—কে সে সন্ন্যাসী ঐ বুকে আসি'
মেলিয়া আসন তা'র,
গেরুয়া বরণে ছোপাইল মনে
করুণার অভিসার ?
ফুরায়েছে তব নিতি নব নব
প্রমোদোৎসব-রাতি,
কোথা কালিকার দীপমালিকার
দীপ্তশিখার বাতি ?
রুদ্ধ প্রাসাদে ক্ষুব্ধ বিষাদে
একাকিনী কা'র লাগি'
নয়নের জলে প্রতি পলে পলে
যাপিছ যামিনী জাগি' ?
বাসবদত্তা বিমলসত্ত্বা,
বাসবদত্তা নারী !
কে কবে কোথায় ধরা পড়ে, হায় !
বুঝিয়া বুঝিতে নারি।

বাসবদত্তা

বাসবদত্তা শুদ্ধসত্ত্বা,
বাসবদত্তা নারী !
তমসার পারে লইতে তোমারে
এসেছে কি কাণ্ডারী ?
এল কি বুদ্ধ পরমশুদ্ধ—
নৈরঞ্জনা-তীরে ?
ব্যথিত ক্লান্তে ভীত ও ভ্রান্তে
বক্ষে লইতে ফিরে' !
—গৈরিক-বাস, মুখে মধু হাস,
সুশান্ত সমাহিত,
চিরব্যথাহারী দুখপথচারী,
করুণামথিত চিত !
সকলের সাথে দু'টি রাঙা হাতে
ধূলায় পাতি' আসন,
—সেই তথাগত, সে কি সমাগত—
শরণাগতশরণ ?
বাসবদত্তা অমৃতসত্ত্বা !
সত্যে করিয়া সাথী,
সে কমল-পায়ে আপনা বিকায়ে
কাটিল কি দুখ-রাতি ?

কষ্টি-পরীক্ষা

দিন নাই, রাত্রি নাই—কাগজে কালিতে মাখামাখি—
দেশ দেশ দেশ।
দেশ কোথা, দেশ কা'র ? কা'রে এই ব্যর্থ ডাকাডাকি—
অক্লান্ত অশেষ ?
চিনিনা---জানিনা যা'রে, বুঝি নাই কভু কোনদিন
যা'র মৌন ভাষা,
অস্পৃশ্য যাহার ছায়া, তবু যা'রে রাখিয়া অধীন
সাধি স্বার্থ-আশা ;
সুখ দুঃখ দূরে থাক্, যাহার মমত্ব কোনো কালে
পুষি নাই বুকে—
তা'রে ল'য়ে এই খেলা—জুয়াড়ীর অক্ষ-ক্রীড়া-জালে
নির্লজ্জ কৌতুকে।
যে কালি কাগজে মাখি, কলঙ্ক তাহার দশগুণ
মাখিয়া ললাটে,
ভাবি—নিজ জয়ধ্বজা উড়াইনু অক্ষয় নিপুণ,
এই বিশ্ব-হাটে !

এত অন্ধ নহে বিশ্ব, বিশ্বাসিবে কভু কোনোকালে
হেন পরিহাস,—
পৌরুষবিহীন ক্লীবে বিরচিবে ধরিত্রীর ভালে
স্বীয় ইতিহাস !

কষ্টি-পরীক্ষা

বীর্য্যশুল্কা বসুন্ধরা—বীর্য্যে শুধু করে অর্ঘ্যদান
শ্রদ্ধামুগ্ধ চোখে,
দেশে দেশে যুগে যুগে বীর্য্যবান বিজয়-সম্মান
লভে বিশ্বলোকে।
বলিষ্ঠ ত্যাগের শক্তি মনুষ্যত্বে বরি' একদিন
পূজিল ব্রাহ্মণে,
বলিষ্ঠ ভোগের শক্তি ক্ষাত্রবীর্য্যে বসা'লো স্বাধীন
রাজ-সিংহাসনে।
অন্তঃসারশূন্য দম্ভ—বাহিরে যা' করে আস্ফালন
স্বার্থ-কোলাহলে,
যথার্থ শক্তির কাছে সে কেবল মুণ্ড-আভরণ
চণ্ডিকার গলে!

খদ্যোৎ নহেক অগ্নি, যতই করুক বারম্বার
দীপ্তি-অভিনয়;
—নগণ্য রাত্রির কীট, অন্ধকারে তুচ্ছতা তাহার
দণ্ড ছু'য়ে লয়!
একবিন্দু দাব-বহ্নি মহারণ্যে করে ভস্মসাৎ
খাণ্ডবের মত,
সভয়ে পলায় প্রাণী লভি' রুদ্র সত্যের আঘাত—
মৃত্যু-বেত্রাহত!

এক বিন্দু প্রতাপের বজ্রতেজে মোগল-মহিমা
ভয়ে কম্পমান,
এক বিন্দু শিবাজীর শূরত্বের দিতে নারে সীমা
সারা হিন্দুস্থান ;
একফুল্কি ছত্রসাল বুন্দেলার ঝঞ্ঝাময় মেঘে
জ্বালে যে বিদ্যুৎ,-
সাম্রাজ্য ধ্বসিয়া পড়ে, শত্রু মিত্র পালায় উদ্বেগে
হেরি' মৃত্যুদূত !

সেদিন গিয়াছে চলি'—আজি দেশ বচন-গম্বুজে
আচ্ছন্ন আহত ;
মহাশিব পড়ে' আছে পদতলে ত্রিনয়ন বুঁজে',
শক্তি তন্দ্রাগত !
দুর্ব্বল নারীর মত পরস্পরে হানাহানি করি'
কলহে কুৎসায়,
ঈর্ষ্যার কালিতে মোরা আপন কলঙ্ক তুলি ভরি'
কাগজের গায় !
হীন ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি' মমত্বেরে করি বলিদান
দেশের চত্বরে,
ভায়ের লাঞ্ছনা করি, জননীর সাধি অপমান
রহি' তাঁরি ঘরে ;

কষ্টি-পরীক্ষা

বাহিরে ঢক্কার নাদে আপনারে করি সে প্রচার—
স্বদেশের নামে,
বুঝি না—হাসিছে পৃথ্বী বাতুলের দেখি' ব্যবহার,
দক্ষিণে ও বামে !

ত্যাগের গৈরিক-সূত্রে প্রতিষ্ঠার পতাকা রচনা—
ভুবনে বিদিত ;
মরণের কষ্টিতলে যথার্থ নিষ্ঠার খাঁটি সোণা
চির-পরীক্ষিত !
শাশ্বত কালের কোলে এ সত্যের কভু কোনোদিন
হয়নি ব্যত্যয়,
প্রাণের সীমানা ছাড়ি' প্রেম তবে হ'য়েছে কঠিন—
তাই সে অক্ষয়।
প্রেমহীন প্রাণহীন শক্তিহীন বাক্য যা'র বল,
ভিক্ষা যা'র কাজ,
বৃত্তি যা'র স্বার্থ-সন্ধি, কীর্ত্তি যা'র সঙ্কীর্ণ কৌশল,
দাম্ভে নাহি লাজ ;
যা' খুসী বলুক্ কিম্বা যা' খুসী করুক্ অভিনয়,
যথা-ইচ্ছা তা'র,
দেশের সন্তান বলি' সে যেন না দেয় পরিচয়
বিশ্বে আপনার।

মহানন্দমঠ

গৃহে যা'র অগ্নি লাগে, সে যদি চাহিয়া শূন্যপানে,
নির্ব্বাণের ভার তা'র বাহু তুলি' সঁপি' ভগবানে
ঊর্দ্ধপানে চেয়ে থাকে—রোদনের অশ্রু-অন্তরালে,—
সে ভিক্ষার কাম্যফল ভগবান কভু কোনো কালে
অর্পিতে অক্ষম নিজে,—এত স্থান নাহি সে দয়ায় !
কাপুরুষ যে নাস্তিক—আত্মার জঘন্য দীনতায়,
অস্বীকার করে নিজ বীর্য্যবান প্রাণের ঠাকুরে,
তা'র সে নির্লজ্জ মূঢ় প্রার্থনার আত্মঘাতী সুরে
ঘৃণায় ফিরান মুখ, কোথাও থাকেন যদি তিনি—
সৃজনবৈচিত্র্যমাঝে অবাঞ্ছিত বিষাঙ্কুর চিনি' !

দারিদ্র্যে নাহিক ভয়, নাহি খেদ জরাজীর্ণতায়,
মূঢ়তায় নাহি লজ্জা, নাহি ক্ষোভ বুদ্ধিহীনতায়,—
হোক্ না মানুষ হীন স্বার্থ-অন্ধ বান্ধব-বিমুখ,
ভাগ্যে তা'র নাই থাক্ সর্ব্ব-সমবেদনার সুখ ;—
দেহে যদি বাহু থাকে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত যাহা নয়,
মর্ম্মমাঝে যদি তা'র অস্তিত্বের রক্তধারা বয়,
আপন সন্তানে যদি কখনো সে বেসে থাকে ভালো,
মাতৃস্নেহনেত্রপাতে জ্বেলে থাকে অন্তরের আলো,
তা'র সেই কৃপাভিক্ষা নহে শুধু অজ্ঞ-অপরাধ,—
পাপের প্রমূর্ত্তি সে যে, ধর্ম্মের ধিক্কৃত প্রতিবাদ !

আগুন লেগেছে ঘরে ;—তবু যা'রা নিশ্চেষ্ট অন্তরে,
তন্দ্রিত তমিস্রাতলে নেমে চলে সুষুপ্তির স্তরে,
তা'দের জাগাতে হবে মেঘাচ্ছন্ন কালরাত্রিক্ষণে—
কঠোর বজ্রের রবে,—যুগধ্বংসী ঝঞ্ঝার তাড়নে !

হা মুগ্ধ ভারতবর্ষ ! ত্রিশকোটি-সন্তানজননি !
দীর্ঘ শতাব্দীর ঘুমে আজও কি মা, র'বে অচেতনই !
—শক্তি তব সুপ্ত, জানি, আত্মহারা বিস্মৃতির জলে,
ধর্ম্ম অবরুদ্ধশ্বাস সংস্কারের পঙ্কিল পল্বলে,
ক্ষয়খিন্ন আত্মগোত্র, ভেদভিন্ন গৃহ-পরিজন,
বাহিরের গুরুভারে মেরুদণ্ড বিচ্ছিন্নবন্ধন,
নিজগৃহে পরবাসী তোমারি কর্ত্তৃত্বহীনতায়,
অভ্যাসের নাগপাশে বাড়ে যা'রা চিন্তাদীনতায়,
তোমারি স্নেহান্ধ ক্রোড়ে,—শাসনগম্ভীর কণ্ঠ তুলি'
তুমিই কি তাহাদের কোনোদিন ডাকিয়াছ ভুলি' ?

সে দোষের শাস্তি বুঝি দিতেছেন নিজে ভগবান,
ঈর্ষার কণ্টকে হের শরশয্যা সারা হিন্দুস্থান ;
লক্ষ্মীর আবাসভূমি লক্ষ্মীছাড়া তাই—পরগেহ,
খণ্ডিত দুর্ব্বলদলে পদাঘাত করিছে যে-কেহ !
তস্কর লুকা'য়ে ফিরে, হাসে দস্যু পূর্ণযোগ জানি',
ঘরে ঘরে মহামারী নিরন্নে করিছে টানাটানি ;

—এও লেখা ছিল ভাগ্যে ! এও সহ্য হইয়াছে প্রাণে !
বৈধব্যের মহা শোকে মাতা যথা দুষ্কৃত সন্তানে
দেখিয়া না দেখে চক্ষে, অভিমানে ফিরাইয়া মুখ,—
নিরাশার নির্য্যাতনে যতই ফাটুক তা'র বুক !

আজ যবে ঘরে ঘরে আগুন লেগেছে রাজ্যমাঝে,
শত্রু মিত্রে ভেদ নাই, দিশিদিশি আর্ত্তধ্বনি বাজে,
বিগ্রহ খসিয়া পড়ে, ধূলিসাৎ মন্দিরের চূড়া,
অট্টালিকা-ভস্মস্তূপে মাটির কুটীরে করে গুঁড়া,
বিদীর্ণ মণ্ডপ ছাড়ি' আশ্রিতেরা পলায় শ্মশানে,
এখনো কি রুদ্ধবাক্ রহিবে মা পূর্ব্ব অভিমানে ?
আজ তুমি জাগো মা গো ! নাই—আর সময় যে নাই,
মুহূর্ত্তের দ্বিধামাঝে মহাবংশ পুড়ে' হ'ল ছাই !
লুপ্ত আজি ভাগীরথী, পারিবে কি কোনো ভগীরথ
উদ্ধারিতে ত্রিশকোটি সন্তানের ভস্মের পর্ব্বত !

ঐ যা'রা অবশিষ্ট মোহাবিষ্ট কাপুরুষদল—
শ্মশানের বহ্নিধূমে মুছে আঁখি বেদনাবিহ্বল,
আজিকার দুর্গতির সর্ব্বশেষ-সোপানের তলে—
তাহাদের ডাকো উচ্চে—মিলনের মহামন্ত্রবলে
আত্মশক্তি-প্রতিষ্ঠায় ; ভগ্ন বক্ষে দাও নব আশা,
নির্ব্বাক্ বিমুগ্ধ মুখে জাগাও মা জাগরণী-ভাষা ;
শান্তির সান্ত্বনা দাও কলহের কুরুক্ষেত্রপারে,
ঐক্যসূত্রে গাঁথি' তোলো বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ক্ষুদ্রতারে ;

দাও শক্তি, দাও ভক্তি, দাও প্রীতি দুর্ব্বলের বুকে,
ফুটাও প্রাণের দীপ্তি লাঞ্ছিতের মৃত্যুপাংশু মুখে।
কহ ডাকি' বজ্রকণ্ঠে—'উত্তিষ্ঠত নিবোধত' মূঢ় —
ছিন্নমস্তা বিচ্ছেদের আত্মঘাতী বেদনা নিগূঢ়
জেনেছিস দিনশেষে ; আর কেন ? ঘরে ফিরে' আয়,
আপন তুষাগ্নি বক্ষে জ্বেলেছিস্ যা'দের হিংসায়—
তা'রা তোরি জ্ঞাতিগোত্র ; যে রক্ত তা'দের বক্ষোমাঝে
স্তব্ধ হ'য়ে শোন্ দেখি, মর্ম্মে তোর তা'রি ধ্বনি বাজে !
অন্তরে বাহিরে তোর সর্ব্বনাশা যে আগুন জ্বলে,
আপনি রুধিতে হবে কল্যাণভূয়িষ্ঠ বাহুবলে,
একত্বে বাঁধিয়া বুক—সর্ব্বহারা এই দুঃখক্ষণে ;
প্রসন্ন করিতে হবে রিষ্টিহরা দেব হুতাশনে।

—কে ডাকে তোদের আজি—আয়, আয়, ওরে তোরা আয়,
এখনো সময় আছে,—আয় ওরে, লগ্ন ব'য়ে যায় ;
বিশ্বেরে আশ্রয় দিবে মিলনের যে অক্ষয় বট,
তা'রি পাদমূলে আজি গেঁথে তোল্ মহানন্দমঠ।

সমীরণ

হে সমীর, হে পবন, হে বিশ্বের পরম নিঃশ্বাস !
শ্রদ্ধাভরে তোমাপরে হু'দণ্ডের রাখিয়া বিশ্বাস,
ধরণীর প্রান্ত হ'তে আজি তব পাঠাইনু স্তুতি—
তব সুদক্ষিণ স্পর্শে পূর্ণ হোক্ প্রাণের আহুতি।
অষ্টমূর্ত্তি মহেশের শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি তুমি প্রাণবায়ু—
তুমি সৃষ্টি-আয়ু !

বারবার আজি বারম্বার
তোমারে জানাই নমস্কার।

রাত্রিদিন-যুগ্মপক্ষ আলো-অন্ধকারে,
বিধূনিত ব্যোমপারাবারে,
তোমাতে করিয়া ভর সঞ্চালিছে, দেখাইয়া পথ,
মহাকালরথ !
সংখ্যাতীত জীবযাত্রী দলে দলে বাঁধি' হাতে হাতে
চলে সাথে-সাথে।

তোমারে জানাই নমস্কার।
বারবার ওগো বারম্বার।

সৃজনের কথা-গীতে তুমি চির-অফুরন্ত সুর—
ভীমকান্ত উদার মধুর ;
বিশ্ববাঁশরীর রন্ধ্রে তুমি নিত্যবাণী,
নব নব ভাবে রসে তরঙ্গিত সৃষ্টি তব চলিয়াছ টানি' ;
কালের কালিন্দীতীরে তনুহীন অনন্ত কিশোর,
মুরলী ভরিছ চিত্তচোর !

বারবার ওগো বারম্বার
তোমারে জানাই নমস্কার।

প্রভঞ্জনঝঞ্ঝারূপে কভু তব রুদ্র পদধ্বনি—
শঙ্করের জটাজুটে যেন-বা ভুজঙ্গগরজনি
শুনি মহাপ্রলয়ের সাঁঝে ;
মৃত্যুর ডম্বরু বাজে সৃজনের মহাসিন্ধুমাঝে—
হায়-হায়-হাহাকারে ভরা !
চরাচর কেঁপে উঠে—শঙ্কাক্ষুব্ধ ত্রস্ত বসুন্ধরা।
তোমারে জানাই নমস্কার—
বারবার ওগো বারম্বার।

ভক্তকর্ণে মন্ত্র তুমি, গুরুকণ্ঠে বাণী ;
হিংসার হুঙ্কারে তব কম্পাতুর শঙ্কিত পরাণী
মরণের নাভিশ্বাস টানে ;
প্রেমের ঝঙ্কার পশে তা'রি পাশে প্রেমিকের প্রাণে
জয়ের দুন্দুভি বাজে,—পৎপৎ উড়িছে পতাকা,
সদ্যবিধবার কেশ ভূমিতে লুটায় ভস্মমাখা !
তোমারে জানাই নমস্কার—
বারবার ওগো বারম্বার।

জীবনের জন্মদাতা—পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন,
আজি যাঁ'রা স্বর্গবাসী, ধরণীর কাটিয়া বন্ধন,
মুহূর্ত্তের দেখা আর মিলিবেনা এ মর ধরায়,—
তাঁ'দের স্মরণ করি' হব্যদান করি যা' শ্রদ্ধায়,
অগ্নিমুখে করিয়া বহন
তুমি তাই করো নিবেদন
উর্দ্ধলোকে,—ধরার অমূর্ত্ত বার্ত্তাবহ !
আমার প্রাণের অর্ঘ্য লহ।
বারবার ওগো বারম্বার—
তোমারে জানাই নমস্কার।

নির্জ্জীব কুসুমকুঞ্জে তুমি দেব, দক্ষিণ সমীর ;
সঞ্জীবনী পরশিয়া একদণ্ডে যৌবন-অধীর
করি' তোল' বন্ধ্যা রিক্ততায় ;
বর্ণগন্ধ মুক্তি-বেদনায়
দিকে দিকে উঠে শিহরিয়া,
ললিত লাবণ্যদল দেখা দেয় ভুবন ভরিয়া !
বারবার ওগো বারম্বার—
তোমারে জানাই নমস্কার।

ঘরে-ঘরে তোমা তরে দক্ষিণের বাতায়ন খোলা,
উড়ায়ে রঙ্গিন বাস বুকে-বুকে দিয়ে যাও দোলা,
অঞ্চল আকুলি' কৌতূহলে ;
ফিস্‌ফিস্‌ কাণে-কাণে প্রণয়ের রসমন্ত্র চলে !
কাঁপে চুল, কাঁপে দুল, কাঁপে ফুল কবরীবন্ধনে ;
মনোভব-মনোকথা মৃদুস্পর্শে বোঝ' মনে মনে !
তোমারে জানাই নমস্কার—
বারবার ওগো বারম্বার।

—উত্তরের ডাক আসে,—হুহুশ্বাসে দুলাইয়া মাথা
ঝরে' পড়ে পীত পাণ্ডু পাতা
লতায়-লতায় গাছে-গাছে ;
শুষ্ক কাণ্ড শির তুলি' যোড়-হাতে দাঁড়াইয়া আছে,—
কখন ডাকিবে বলি' দু'দণ্ডের অভিনয়-শেষে ;
আমিও তা'দেরি মতো আছি বসে' তোমারি উদ্দেশে ;
শেষবার—ওগো শেষবার
তোমারে জানাই নমস্কার।

প্রাচীনার প্রলাপ

পাঁচকুড়ি প্রায় বয়েস হ'ল, ক'-বছর বা বাকী—
যমও পোড়া আমার মতন কালাই হ'ল নাকি !
অষ্টপ্রহর খুঁড়্‌ছি মাথা, ডাক্‌ছি এত তা'কে,
তবু কি তা'র হুঁস্ আছে এই হতভাগীর ডাকে ?
পাঁচটা ছেলে পোড়ার মুখে নিয়েছে পর-পর,
তবু বলে, হয়নি সময়—এখনো ঘর কর !
—কিসের ঘর লা ?   পাঁচ-পাঁচটা বেটার মত বেটা-
পাড়ার লোকে মর্‌ত ফেটে—যমের মুখে ঝেঁটা !
স্বামী গেল, পুত্তুর গেল—একটা তো ঐ মেয়ে—
তাও বিধবা—ফিরে' এলেন হাতের নোয়া খেয়ে !

—দাঁড়িয়ে কে ও ? বৌমা নাকি ? এত ঠাটও জানো !
আচ্ছা, কেন নিত্যি ঘরে পিণ্ডি টেনে আনো ?
খুঁড়িয়ে হোক্—ছেঁচ্‌ড়িয়ে হোক্, নড়্‌তে যখন পারি,
ঘরের মধ্যে রাশ্ গেলা'তে কি সাত-তাড়াতাড়ি ?
—ঐ যে তখন, কথার পিঠে পারবে খোঁটা দিতে !—
সব জানি লো,—জানিনেক জ্বল্‌বে কবে চিতে।
এবার যদি আন্‌বে টেনে,—বেটার মুখে ছাই—
বালাই বালাই—কি বলি আর কি বলতে বা যাই !
—মাথা গেল, গতর গেল, গিয়েছে চোখ-কাণ—
তবু পোড়া মরণ নাইরে, হায়রে ভগবান !

বিন্দি ছুঁড়ী এমন সময় কোথায় গেল আবার ?
আড়াই পহর বেলা হ'ল—হুঁস্ আছে তা'র খাবার !
বৌ ক'টা যে খেটে ম'লো সকাল থেকে কাজে !
হাত লাগিয়ে শেষ করে' তা নে না ননদ-ভাজে ;—
তা' না, পাড়ায় মর্‌বে ঘুরে' অষ্ট-প্রহর কাল,
সাধে অমন দশা তোদের, সাধে বেরোয় গাল ?
ঝেঁটা মারি কপালখানায়,—অমন খাসা বর,
—সইবে কেন ? দুটো বছর গেল কি পর-পর ?
দিব্যি তাজা যোয়ান ছেলে, এক বয়সী বিধুর—
কি কাল রোগেই ধর্‌ল এসে, ঘুচ্‌ল সীঁথের সিঁদূর !

মিন্সেকে তো বলেইছিলাম—কুষ্টিখানা মিলাও,
—একটা মেয়ে, বুঝে'-সুঝে' পরের হাতে বিলাও,—
শুন্‌লো না তো মাগীর কথা—শুন্‌বে কেন কাণে ?
আপন লোকে পর হয়ে যায়, ভাগ্যি যেদিন টানে !
বুঝ্‌লো শেষে, মেয়ে যখন ফির্‌ল কেঁদে ঘরে,
সেই থেকে আর হাসেননিক একটি দিনের তরে ;—
ধন্দ হয়ে গেলেন যেন,—ফুড়ুক্ ফুড়ুক্ টান—
তামাক নিয়েই কাটৃত সময়, য'দিন ছিল প্রাণ !
—গেলেন যদি, আমায় কেন নিলেননাক' সাথে ?
আশী বছর এক সাথে ঘর—সহ্য হ'ল ধাতে !

—ভালোই গেছেন, আমার মতন পাপী তো আর নয়,-
নইলে যা' সব ঘট্‌ল পরে—মানুষ পাথর হয়!
—আবার কেন দাঁড়িয়ে বৌমা? সবাই মিলে গিয়ে
সেরে-সুরে' নেওনা হেঁসেল, মুখে যা-হোক্ দিয়ে;—
বেলার কি আর কসুর আছে? রাঁড়ীভুঁড়ির বাড়ী—
এঁটো-কাঁটা নিয়ে তখন লাগ্‌বে কাড়াকাড়ি!
ঐখান্‌টায় থাক্‌না পড়ে'—যখনই হোক্ উঠে',
—আমার আবার ক্ষিদে-তেষ্টা ছিষ্টি গিলে'-কুটে'!
তসরখানা সরিয়ে রাখো গঙ্গাজলের কাছে—
আচার-বিচের শিখ্‌বে কবে—বয়েস কি আর আছে?

—ফেল্‌লে ছুঁয়ে জপের মালা!—সাধ করে' কি রাগি!
বল্‌ব কত গুণের কথা—কি যে বেহ্ঁস্ মাগী!
—বংশী আমার থাক্‌ত বেঁচে, তা'কে দিয়েই আজ
শিখিয়ে দিতাম কেমন করে' করে ঘরের কাজ।
—রাজার মতন ছেলে আমার, মুখের কিবা ছিরি,
মায়ের উপর ছেদ্দা কত!—থাকুক বাবুগিরি—
আমার কাছে কেঁচো হয়ে থাক্‌ত, সবাই জানে,
—সাধ্যি ছিল চোখের সাম্‌নে তাকায় বৌ-এর পানে?
রীতের জ্বালায় গেল তো সে—পাহাড় পড়্‌ল খসে',
—আর ঐ মাগী, আমার সঙ্গে পিণ্ডি গিল্‌ছেন বসে'!

শরৎ ছিল আরেক ধরণ—পাৎলা তাঁরি মতো,
ছিপ্‌ছিপে তা'র গড়ন, তবু সাহস ছিল কতো!
মামার বাড়ী যেতে সেবার—চণ্ডীতলার বিলে—
ডাকাত পড়ে' গাড়ী যখন ঘিরল সবাই মিলে!
—ঐ তো ছিল সঙ্গে সেবার, তাই তো পেলাম পার,
নইলে কি আর রক্ষে ছিল—সাধ্যি হ'ত কা'র?
আমি তো মা ভয়েই মরি—আকাট হয়ে প্রাণে,
—কতই বয়েস? কি করে' যে বাঁচালো, সেই জানে!
অমন ছেলে—কি যে হ'ল কোন্ সাহেবের সাথে,
বিদেশ-ভুঁয়ে প্রাণটা দিলে বে-ঘোরে কা'র হাতে!

ওগো, তুমি কোথায় গেলে—একলা আমায় ফেলে,
আশীর পারে এমন দাসী কোথায় আবার পেলে?
আমার উপর বিরাগ তোমার দু'দিন টেঁকেনি তো,
সেই আমি আজ তোমার কাছে নিমের মতন তিতো!
পুরুষ হ'লেও এতো দিনের মন তো তোমার চিনি,
তাই তো আজও আগের কথা সম্‌ঝাতে পারিনি;—
নইলে আমার বয়েই গেছে—এই ভরা-দুপুরে
বাসি-মুখে তোমার কথায় মরতে জ্বলে-পুড়ে'!
—পুরুষ কখন্ আপন হয় না? শত্তুর চিরকাল,—
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে—সগ্‌গে গেলেও ঝাল!

—ওরে আমার সত্যিবাদী! বুঝ্ছি তা'রি ব্যথা;
কেন তখন বল্‌লে আমায় মন-ভুলানো কথা?
—ভুলে' গেছ? সেই সেবারে—পঞ্চু যেবার পেটে,
তোমার সাথে বদ্দিনাথের তীথ্যি যেতে হেঁটে,
—বল্‌লে কত—তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবনাকো:
তীথ্যি-পথের বাক্যি আমার সত্যি ধরে' রাখো।
—রাখ্‌বনা তো, তোমায় আমি একলা দিব ছেড়ে,
যমের সঙ্গে ফিসির-ফিসির দিচ্ছি এবার ঝেড়ে!
ক্ষান্ত-বাম্‌নি ভয় করে না যমের বাবা এলে;
—ধম্মবাক্যি মিথ্যা হবে?---যাওনা দেখি ফেলে!

—ওমা! ঐ তো বাহির-দোরে দিচ্ছে কড়া নাড়া—
পষ্ট কাণে শুন্‌তে পাচ্ছি, কত্তারি তো সাড়া!
ওরে বিন্দি, ওগো বৌমা—দুয়োর খুলে' দে না—
এত ডাকেও খল মাগীদের টন্‌ক কি নড়ছে না!
পোড়ার-মুখী শতেক-খাকি—কাণের মাথা খেয়ে
জট্‌লা বেঁধে মরে' আছিস্‌—আমার দিকে চেয়ে!
মরুক মরুক,—আমিই যাচ্ছি,—ধর্ তো একটু তুলে',
কি আর করি, নিজেই গিয়ে দিচ্ছি দুয়োর খুলে';
—যাচ্ছি—যাচ্ছি—শ্মশানপুরে কেউ কি আছে তোমার
দুয়োর খুলে' দিবে উঠে'? মরণ শুধু আমার!

পড়ো'-বাড়ী

মস্ত একটা পড়ো'-বাড়ী—তিন প্রকোষ্ঠ, দোতালা ;
দক্ষিণে তা'র ফুলের বাগান, উত্তরে তা'র গোশালা।
বাগিচা আজ কাঁটায় ভরা, নাইক গরু গোহালে,—
দু'মণ দুধের যোগাড় হ'ত যেখানে রাত পোহালে !
পূব্ কোণের ঐ পুকুরধারে কল্‌মীদামের আড়ালে—
পৈঁঠাগুলোর হাড় ক'খানা দেখ্‌তে পা'বে দাঁড়ালে।

পাঁচটা পুরুষ যায়নি আজো, এরি মধ্যে এই ব্যাপার ;—
লক্ষ্মী যখন ছেড়ে চলেন, এম্‌নিতর কাণ্ড তাঁ'র !
চক্‌মিলানো চতুঃশালায় লোক যেখানে ধরে না,
আজ সে বাড়ী শূন্য পড়ে', একটা কোণও ভরে না !
পেটের জ্বালায় ছিট্‌কে পালায় যেখান থেকে মালেকে,
সকাল বেলায় ঝাঁট কে বা দেয়, সন্ধ্যাদীপ বা জ্বালে কে ?

হানাবাড়ী—ভূতের বাড়ী—এমনিতর রটনা—
পাড়া-গাঁয়ে এসব ক্ষেত্রে খুবই চলিত ঘটনা ;
চোর ছাড়া তাই মাড়ায়নাক' কেউ বড় আর সেদিকে,
জান্‌লা-দুয়োর খুলে' তা'রাই নেয় খুসী যা'র যেদিকে !
রাতভিতে তো সে পথ দিয়ে বিশেষ কেউ আর চলে না,—
এমনি হ'ল, গোঁসাই বাড়ীর নাম বড় কেউ বলে না।

২

এই তো গেল বাড়ীর কথা,—আসল কথাই বলিনি—
একটি কেবল মেয়ে থাকে বাড়ীতে—নাম নলিনী ;
বংশে একা সেই শুধু আজ আঁকড়ে' পড়ে' ভিটাতে,
দেব্‌তা জানেন কি জন্যে বা কিসের আশা মিটাতে !
আপন ঝোঁকে আপ্‌নি থাকে, বয়েসখানা পূরন্ত,
পায় না খেতে,—অটল তবু দুঃসাহসী দুরন্ত !

একটিমাত্র বুড়ো চাকর, রাত্রিদিনের সঙ্গী সে,
কোনোমতে কাটায় জীবন গোহাল-বাড়ীর কোণ ঘিঁসে' ;
সব্‌জী লাগায়, তাইতে তা'দের বেচে'-কিনে' দিন কাটে,
দু'জন ছাড়া নেইক প্রাণী পড়ো'-বাড়ীর তল্লাটে।
আশের-পাশের পড়্‌শী যা'রা,—কেউ বড় খোঁজ রাখে না ;
এরাও নিজে বেরোয়নাক', তা'রাও বড় ডাকে না।

বিশেষ করে' ঐ মেয়েটির ভূত-নামানো-কথাতে
অনেকেরই আস্থা আছে পল্লীসুলভ প্রথাতে।
—নইলে কেন নিশীথ-রাতে বাড়ীর ছাতে দীপ জ্বলে ?
ছাতিম-ঘাটের চাতাল থেকে নজর সেথায় ঠিক চলে !
চাকরটা তো হদ্দ বোবা—হবে না আর ? হবেই তো ;
সে ছাড়া কি লোক জোটে না ? লোকে বলে—তবেই তো !

৩

এমন সময় গ্রামটিতে এক বাবু এলো ক'ল্‌কাতার,—
কলেজ-পড়া, মোটর-চড়া, মনের মধ্যে ডুব-সাঁতার !
সিংহী-বাড়ীর শ্যালাই বটে, ভাব্‌না-ভীতি নেই প্রাণে ;
প্রথম রাতেই ভূতের বাড়ীর খবর পেলেন সেইখানে।
—'নষ্ট মেয়ের ঐ তো মজা—আমরা বাবা, সব জানি,
রও না দু'দিন, দিচ্ছি ভেঙে ধিঙ্গী মাগীর সয়তানি' !

কুকুর এবং শিকার নিয়ে কাট্‌ল ক'দিন জঙ্গলে,
ঘুঘু-মারার কতই তারিফ কর্‌ল ইয়ারদঙ্গলে !
পুকুরপাড়ে ছিপ দিয়ে হয় মাছ ধরিবার ব্যবস্থা,—
ঘাটের পথে বৌ-ঝি-চলা বন্ধ হ'বার অবস্থা।
গোঁসাই-বাড়ীর আস্‌-পাশে তো নেক্‌-নজরের অন্ত নাই,
সকাল এবং সন্ধ্যা কাটে মানুষ-ধরার মন্ত্রণায় !

রাত্রি কাটে সিং-বাবুদের বাগান-বাড়ী আনন্দে,
সঙ্গে যত সঙ্গী-ইয়ার—বিপিন দত্ত, কানন দে।
চল্‌ছে যত নারীর কথা, চল্‌ছে আরো কত কি,—
সহুরে সব রূপের ডালি—পারুল, চাঁপা, কেতকী!
—'যাহোক্ বাবা, পাড়াগাঁয়ের পক্ষে, এটিও মন্দ না,—
পড়ো'-পাখী নাই বা হ'ল—সন্থ বনের চন্দনা'!

৪

এম্‌নি ক'রেই দিন কেটে যায়; একদা এক নিশীথে,
শুকতারাটি চাইছে যখন ভোরের আলোয় মিশিতে,—
খবর এল—জ্বল্‌ছে আলো গোঁসাই-বাড়ীর ছাত-ঘরে,—
নফর নন্দী নজরবন্দী রাখছে সারা রাত ধরে';
একটি পরী বেড়ায় ঘুরি'—সাদায়-সাদা অঙ্গটি,
বেরুচ্ছে আর ঢুকছে ঘরে, করছে আরো রঙ্গ কি!

শুনেই বাবু বন্দুক এবং বিজ্‌লী-বাতি ত্বরিতে
চল্‌ল নিয়ে পল্লী-মায়ের কলঙ্ক দূর করিতে!
আগু-পিছু চায় না কিছু, এম্‌নি দারুণ ব্যগ্রতা—
ভোরের রাতে চম্‌কে দিয়ে পড়ো'-বাড়ীর স্তব্ধতা!
সড়কী-হাতে সঙ্গীরা সব চল্‌ল ছাতে তেতালায়,
ভয়ের সাথে তীক্ষ্ণ নজর, কোন্ ধারে বা কে পালায়!

চিলের কোঠায় ঘরটি পূজার,—নির্জ্জনতার গৌরবে
নিঃশ্বসিছে ঝাপসা-আলোয় ধূপের ধোঁয়ার সৌরভে;
চটা-ওঠা দেয়ালটাতে স্বামীর ছবি টাঙানো,
চার ধারে তা'র শালু-মোড়া, রক্তে যেন রাঙানো!
সাত বছরের শুক্‌নো বকুল—সাক্ষী সে কোন্ ফাগুনের—
মৌনমুখে জাগায় স্মৃতি ভস্ম-শেষী আগুনের!

শুভ্র বাসে অঙ্গ ঢাকা, মূর্ত্তি যেন স্তব্ধতার,
রুদ্ধ-আঁখি, যুক্ত-করা, চক্ষে ঝরে অশ্রুধার ;
পাষাণ-সম লগ্ন যেন মেঝেয়-পাতা কম্বলে,
আগ্‌লে তাহার ইহকালের পরকালের সম্বলে !
মরণ-দিনের স্মরণ-রাতি আজো বুঝি হয়নি ভোর—
চরণসাথে জড়িয়ে আছে বরণ-মালার পুষ্পডোর !

৫

রক্তজবা উঠ্‌ল ফুটে' পূর্ব্বাকাশের কাননে ;
দিব্য আভা লাগ্‌ল তা'রি সংজ্ঞাহারা আননে !
ভোরের হাওয়া দেয় দুলিয়ে মুক্ত-কেশের অন্ধকার,
সাত বছরের শুক্‌নো বকুল,—সেও কি বিলায় গন্ধভার !
চিত্রপটের মূর্ত্তিখানি উঠ্‌ল দুলে' বাতাসে ;—
রাতের সাথে দিনের মিলন ফুট্‌ছে বুঝি আকাশে !

উদ্ধত সব পদধ্বনি থাম্‌ল কেঁপে দুয়ারে ;—
বিস্ফারিত রক্ত আঁখি—এ চায় শুধু উহারে !
গোঁসাই-বাড়ীর এই সে মেয়ে—এই সে নারী অভাগী ?
সারাগ্রামের মুখ-ফেরানো এই সে কলঙ্কভাগী !
স্বামীর ভিটায় বদ্ধ পাখী—এই কি বনের চন্দনা ?
নন্দিত এ মূর্ত্তি—এ যে বিশ্বনাথের বন্দনা !

আষাঢ়ে লেখা

তিনদিন ধরে' মেঘ করে' আছে, রৌদ্রের নাই দেখা,
বন্ধ রয়েছে ধরাপাঠশালে ধরাবাঁধা পাঠ শেখা।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরিছে, পথে লোক নাহি চলে,
কার্য্যের ধারা ভেসে গেছে সব—বর্ষার ধারাজলে।
এমনই সময় শয্যার পাশে সহসা পড়িল দিঠি,—
তুলিয়া দেখিনু—বন্ধুর লেখা জরুরী ডাকের চিঠি!
এই দুর্য্যোগে চলিবার মতো কোনো কথা তা'তে নাই;
শুধু সে লিখেছে—কাগজের লাগি' রচনা একটি চাই;—
যেমন-তেমন চায় না আবার—ঝক্‌ঝকে হ'তে হবে,—
রূপে আর রসে ফেটে' পড়ে যেন নূতনের গৌরবে!

চারিধার হ'তে বারিধারে যবে পড়িয়াছি সঙ্কটে,
তাহারি মধ্যে হেন বরাতের বাহাদুরি আছে বটে!
খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ যখন, উনোনে চড়ে না হাঁড়ী,
এদিকে-ওদিকে প্যাচ্‌পেচে কাদা, ভিজে কাপড়ের কাঁড়ি;
বিছানাপত্র স্যাঁৎসেতে সব, ভাপ্‌সা গন্ধে ভরা,
কথা কহিবার মানুষ মেলেনা,—পড়ে' আছি আধমরা,—
এমনই সময় বন্ধু আমার কাগজে গড়িয়া তরী,
পাঠাইল দ্বারে—ভাসিতে হইবে, বাঁচি ভালো, নয় মরি!
একে দেহমন খিঁচ্‌ড়িয়ে আছে দৈবের তাড়নায়,—
তাহার উপরে বন্ধুর প্রেম—এও যে এড়ান' দায়!

সহসা 'শেল্‌ফ্'-এ নজর পড়িতে, চেয়ে দেখি—মেঘদূত।
ছবি দেখাবার কবি বটে মানি—অপূর্ব্ব অদ্ভুত।
ধনের খবর জানিনাক তা'র—মনের খবর জানি,
দুনিয়ার লোক তাই নিয়ে আজো করে নানা কানাকানি।
আমারি মতন হয়তো সে ছিল অভাবে ও অভিযোগে,
আমারি মতন হয়তো তাহারো গৃহিণী ভুগিত রোগে;
ছেলেটা কোথায় মাছ ধরিবারে গিয়েছে ক'দিন আগে,
ঠিকা-ঝি-টা আজ ক'দিন আসেনি; বলিতে লজ্জা লাগে,—
বাসন হইতে গৃহমার্জ্জনা সারি' নিজে কোনমতে,
রাজবাড়ী হ'তে মাসোহারা লাগি' চেয়ে থাকে দ্বারপথে।

বলিহারি কবি—চারিধারে তা'র হেরিয়া হাজারো খুঁৎ -
আকাশ হইতে মেঘে টেনে এনে বানাইয়া দিল দূত।
তাও বুঝিতাম,—রাজবাড়ী থেকে টাকা আনিবার হ'লে,
পেটের জ্বালায় নিরুপায় কবি পাগল হয়েছে বলে'!
তা' না হয়ে কিনা—কোথা রামগিরি, মনোরথে তাহে চড়ি'—
আজগবী এক পাগ্‌লা প্রেমিক হাওয়ায় তুলিল গড়ি'!
—কোথা নাকি তা'রি প্রণয়িনী কাঁদে দারুণ বিরহতাপে,
কা'র শাপে হয়ে ছাড়াছাড়ি দোঁহে বড় দুখে দিন যাপে!
সংবাদবহ করিয়া মেঘেরে পাঠালো তাহারি ঠাঁই,—
হেন মনোরম মধুর মিথ্যা কেহ যাহা শোনে নাই।

ধূমজ্যোতিসলিলমরুতে আস্‌মানি মনোহারী
প্রেমের পাথেয় সঙ্গে লইয়া হ'ল তাই পথচারী।
চিরবিরহীর মানস-মরাল সাথে সাথে উড়ে তা'র,
পাখা ঝট্‌পটি' প্রাণ ছট্‌ফটি' উদ্ভট্ অভিসার!

—কত কান্তার হয়ে যায় পার, গিরি অরণ্য কত,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া চাহে সে চিনিতে বিরহিণী মনোমত !
কনকবলয় ভ্রষ্ট হইয়া প্রকোষ্ঠ যা'র খালি'
ফুল দিয়া দিন গণিতে গণিতে নয়নে পড়েছে কালি ;
নীবির বাঁধন খসিয়া পড়িছে উদাসী মনের ভুলে,
কাঁদে দিনরাত,—পড়েনাক' হাত একবেণী-বাঁধা চুলে !

উজ্জয়িনীর প্রাসাদ হইতে রেবা-কূলে-কূলে চাহি'
নটিনীর মতে চলেছে বেদম বাতাসের বন বাহি' !
কত না কুটজ, কত না কেতকী, কত কদম্ববন—
গন্ধ ধরিয়া, প্রিয়নিঃশ্বাস করিয়া অন্বেষণ ;
যেথায় যে কোনো রমণীয় মুখে রমণীর অধিকার,
বিদ্যুদ্দিঠি মেলিয়া তখনি নেহারে বারম্বার,—
সেই কি তাহার বাঞ্ছিত প্রিয়া যক্ষবক্ষসাথী—
মন্দমন্দ মেঘের পক্ষ সঞ্চালি' দিবারাতি ;
নীলাঞ্জনবরণপিঙ্গ নয়ন, বারণবাহী—
চলিয়াছে মেঘ চিরদয়িতার সন্ধান শুধু চাহি' !

—ঐ যে যাহার করতালি-তালে নাচিছে ময়ূরদল,
উতলা কলাপ মেঘেরই বরণে বিথারিয়া চঞ্চল !
গৃহ-পারাবত সঙ্গে হংস ঘেরি' যা'র চারিধারে
পদ্মকরের কৃপাকণা চেয়ে ঘুরে মণ্ডলাকারে !
—ঐ কি আমার প্রিয় বন্ধুর বাঞ্ছিত বিরহিণী,
কাঞ্চীর তলে কটিতটে তবে বাজে কেন কিঙ্কিণী !
মদির নয়নে বিলোল চাহনী, কুসুমিত কেশপাশ—
বিরহী আননে ফুটাবে কেমনে হেন হাসি-উল্লাস ?

পাণ্ডু-অধরা কৃশকলেবরা একবেণীধরা নারী—
নয়নভুলান' রমণীর মাঝে তা'রে তো চিনিতে নারি।

যা-কিছু সেথায় সুন্দর আছে সৃষ্টি-গহনকোণে,
কবির দৃষ্টি এড়ায়নি কভু সে বিজলী ইক্ষণে!
চোখের তারায় প্রাণের ধারায় চলেছে অবাধ গতি—
কুড়ায়ে কুড়ায়ে অকূল প্রেমের আকূল শ্রদ্ধারতি!
—বন্ধু আমার, চেয়েছ যা' তুমি এ ভরা বাদলদিনে,
কিছুই তাহার পড়ে না যে চোখে এ আঁধার পথ চিনে'!
নূতনত্বের নাহিক গন্ধ,—সেই একঘেয়ে কথা
শুধু মনে পড়ে এ বাদলে-ঝড়ে বাড়াইয়া ব্যর্থতা!
ঝক্‌ঝকে লেখা কোথা পা'ব ভাই, ভিতরে বাহিরে কালো—
শ্যাম আষাঢ়ের যে ছায়া পড়েছে, সেথা যে মিলে না আলো!

মাটির ধরণী বড়ই পুরাণো, পুরাণো মানবমন,—
আরো পুরাণো যে চিরকেলে সেই প্রণয়ের ক্রন্দন!
বিজ্ঞান নহে,—নূতন খোরাক যোগাবে যে বারোমাস—
মানুষেরই সাথে চিরসাথী তা'র প্রণয়ের ইতিহাস;
কবি কালিদাস জেনেশুনে' তবু সেই পুরাতনী কথা
ছন্দে গাঁথিয়া—কি করিয়া ভাই লভি' গেল অমরতা?
ফাঁকি দিয়ে কবি নাম কিনে' গেছে মূর্খের বাঁধা-হাটে—
আজিকার দিনে হেন রদি মাল আর কি কখনো কাটে!
—তা'রি সেই কথা, কাগজে তোমার চলিবে না,—জেনেশুনে',
আষাঢ়ে-মেঘের সেই ভিজে তূলো আবার তুলিনু ধুনে'!

ভালো নাহি লাগে—টেনে ফেলে' দিও--ভিজে' তোষকের মতো-
বিষম বর্ষা, তা'র পরে আর করিও না বিব্রত।
—ওদিকে আবার কাজ আছে ঢের,—দেখাশুনা, তোলা-পাড়া ;-
জ্বরটুকু গেছে, ঘুমটা ভেঙেছে,—গৃহিণীরও পাই সাড়া!
মেঘদূত—দেখি, নিষ্ফল নয়,—তাঁহারি রুগ্ন চোখে
পালটি' পড়িনু প্রেমের মন্ত্র স্তিমিত বর্ষালোকে ;
—মনে হ'ল যেন—তাঁহারি মাঝারে কাঁদিছে আমারি প্রিয়া!
ভাবি,—কি উপায়ে ভুলাই তাহারে কোন্ সান্ত্বনা দিয়া!
বুকে রেখে যা'রে মিলে না স্বস্তি, তারেই রেখেছি দূরে,—
সেই কথাটাই পালটি' শিখিনু পাগ্‌লা-কবির সুরে।

—ঐটুকু দুধ!—ফেলে' রাখো কেন? অনেক হয়েছে রাত—
ঘুমাও এবারে,—ধীরে ধীরে গায়ে বুলাইয়া দিই হাত।
ঝর-ঝর-ঝর—ঝম-ঝম-ঝম—আবার নামিল ধারা,
গড়গড় করে' মেঘের ডঙ্কা সজোরে দিতেছে সাড়া!
—মন হ'তে মনে, প্রাণ হ'তে প্রাণে বহিছে বিজলী-বাণী,
প্রেম যেথা আছে—দূরে কিবা কাছে—মনে-মনে জানাজানি!
ঘনাইয়া উঠে মেঘের আঁধার বিরহ-অন্ধকারে,
ঝমঝমে' ধারা বাজনা বাজায় ছাদে ও বন্ধ দ্বারে ;
হিয়ার মাঝারে দুরুদুরু করে' গুরুগুরু দেয়া ডাকে,
বুকে বুক রাখি' অস্থির মন, হায়! কে বুঝায় কা'কে?
মিলন বিরহ—দুই যে অসহ—সমান বেদনা-ভরা—
—এ যেন হয়েছে মরণের সাথে দিনরাত ঘর-করা।

প্রতিশোধ

বেশ মনে আছে—এই তো সেদিন,—
শক্ত লাঠির ঘায়ে
তিনটেকে কাৎ ক'রেছিল তিনু
এই ঘোষপাড়া গাঁয়ে!
—আক্কেল পেয়ে ডাকাত-বেটারা
বুঝেছে সেদিন ঠিক—
গ্রাম বটে এই চর-ঘোষপাড়া,
আর মাড়াবে না দিক্!
—বলিহারি তিনু—বাপের বেটা রে--
এই সেদিনের ছেলে!
সাতটা গাঁয়ের সেরা ওস্তাদে
দুই হাতে রাখে ঠেলে'!
লাঠি নয়, যেন কুমোরের চাক—
ফিরায় সাধ্যি কা'র?
পাঁচশো মানুষ দাঁড়িয়ে দেখেছে
অবাক কাণ্ড তা'র!

চোখে না দেখ্‌লে, কেউ কি সে কথা
করে আজ প্রত্যয়?
—ঐ ভিটেটায়—বুঝ্‌লে বাবাজি,
আমি আর অক্ষয়—
স্বচক্ষে দেখা—সন্ধ্যার আগে—
বেটারা তো লাঠি খেয়ে
আদাড়ে-পাঁদাড়ে যে যা'র পালালো
ঝড়-জঙ্গল বেয়ে!

পরদিন প্রাতে, আমি বলি, বিশু,
দেখ্‌লি তো সব চোখে—
ছেলে নয় তোর, রত্ন জানিস্‌,
যা' খুসি—বলুক লোকে!
ইস্কুলে সে যে মস্ত পড়ুয়া—
শুনেছি তা' বারবার;
তবু বলি, বিশু, কালকের কাজে
জোড়া মেলেনাক তা'র!
দুই হাত তুলে' বাসি-মুখে তা'রে
আশিস্‌ কর্‌ছি আজ—
মানুষ হোক্‌ সে!...ক্ষান্ত হইল
ভজহরি ভট্‌চায্‌।

২

সেই ভজহরি—বিশুর আজ সে
সবচেয়ে শত্তুর;
আজ সে ষণ্ডা চণ্ডাল শুধু—
দেশের কুপুত্তুর।
দু'বছর আগে, যে ছেলেকে তা'র
করেছে আশীর্ব্বাদ,—
আজ তা'রি ঘাড়ে চাপাইতে চায়
বিশ্বের অপরাধ!
কারণটা এই—নদীর কিনারে
চর-ঘোষপাড়া চরে,
ক'-পুরুষ ধ'রে যে জমীটা বিশু
ধানের আবাদ করে,—

তা'রি উত্তরে ভজো ভট্‌চায্‌
গত দুই বৎসর,
বিঘা ত্রিশ জলা মাছের জন্যে
লইয়াছে জলকর!
মোড়লের জমী ভজোর বিলটা—
এমনি সে পাশাপাশি,
বানের বছরে আবাদের জলে
জলকর যায় ভাসি'!
নাবালো জমীতে হাল-সনে তাই—
বাঁধ বেঁধে ভট্‌চায্‌
বিশু-মোড়লের কায়েমী স্বত্ব
কাহিল করেছে আজ!

শ্রাবণের গাঙে বন্যা নেমেছে,
মাঠে এক হাঁটু জল;
কেঁদে কয় বিশু—হে দাদাঠাকুর,
বছরের সম্বল—
ঐ ধান-ক'টা মেরো না আমার,
ঠেকিয়ে জলের রোখ্‌;
ভজো কয়—ভালো! মাছ ভেসে' যাক্‌—
আচ্ছা তো ছোটলোক!
কাঁদাকাটি হ'তে কঠিন বচসা
বাধিল ভজোর সাথে,
নিরুপায় শেষে—বিশু আর তিনু
বাঁধ কেটে দিল রাতে!

প্রাণ আর মানে বিবাদ বাধিলে—
প্রাণ যা'র, তা'রি জয় ;
বিশেষতঃ যদি প্রাণের শক্তি
ন্যায়ের পক্ষে হয় !

ভট্‌চায্‌ আজ চাঁড়ালের কাছে—
হেন ঘোর অপমানে,
পৈতা ছুঁইয়া শপথ করিল
চাহি' আকাশের পানে ;
—এত বড় বাড়্‌ বেড়েছে চাষার !
ভাঙি' তা'র শিরদাঁড়া,
একঘরে' করে' তাড়াব বেটারে
ভিটেমাটি করি' ছাড়া !

৩

হেন ইচ্ছার উপায় মিলিতে
বিলম্ব নাহি হয় !
তাই মনে পড়ে,—গত মাঘমাসে,
যখন অর্দ্ধোদয়,—
স্বেচ্ছাসেবক সাজি' তিনকড়ে',
সেদিন স্নানের ভিড়ে,
জল দিয়েছিল মূর্চ্ছিত কোন্‌
ব্রাহ্মণ-রমণীরে !
—সে কাজ যে শুধু হীন শূদ্রের
জল করিবারে চল্‌,
উচ্চ জাতের জাত মারিবার
শয়তানী কৌশল—

প্রতিশোধ

এতদিন পরে ভট্‌চার্য্যের
পড়ে’ গেল তাই মনে,--
তা’রি সাজা দিতে সহসা আজিকে
লাগিল সে প্রাণপণে!

চর-ঘোষপাড়া—যে সে ঠাঁই নয়,
ছু’শো বামুনের বাস,
তা’রি বুকে বসে’ চণ্ডালে করে
এ হেন সর্ব্বনাশ!
ভজো ভট্‌চায্‌ সমাজের হিতে
লাগিল কোমর বেঁধে!
পাড়ায় পাড়ায় তোলপাড় করে’—
শাসিয়ে, পটিয়ে, কেঁদে,
একে-ওকে-তা’কে হাতে-পায়ে ধরে’
এমনি পাকালো ঘোঁট্‌,—
বিশু চণ্ডালে তাড়ায়ে ছাড়িল
হ’য়ে সব একযোট্‌!

কে বা কা’রে রাখে, কে বা কা’রে মারে
কে কোথায় কবে থাকে,—
আজ যে বা নীচু, কাল সেই উঁচু—
কে কা’রে দাবিয়ে রাখে!
যে পথ আজিকে চলিয়াছে বেঁকে,
কাল দেখি—তাই সোজা
সময়ের গতি, শেষ পরিণতি
জগতে যায় না বোঝা!

৪

কলেজে ও মাঠে ক্রমে বেড়ে উঠে—
ওদিকে তিনুর নাম ;
যেমন পড়ায়, তেমনি খেলায়,
অশেষ গুণগ্রাম !
সহরের কোণে তা'রি অঙ্গনে
নিত্য ছাত্র-মেলা,
প্রতি সন্ধ্যায় সঙ্গী-সাথীরে
শিখায় সে লাঠিখেলা !

সে বলে—হাতের তুই হাতিয়ার—
লেখনী আর সে লাঠি ;
মনের সঙ্গে দেহের স্বাস্থ্য
ঠিক রাখা চাই খাঁটি !
বিপদের হাতে উদ্ধার পেতে
শ্রেষ্ঠ উপায়ই হাত ;
বলরাম তাই দেবতা তাহার,
নয়ক জগন্নাথ !
আরো বলে সে যে—শক্তির শুধু
ঠিক ব্যবহার চাই,
নইলে তা' শুধু বাধা হ'য়ে বাঁধে
আপনার পথটাই !
নূতন গুরুর নবীন মন্ত্রে
মেতে উঠে সাথীদল,
পাঠের সঙ্গে লাঠিরে মিলায়ে
বাড়ায় বুকের বল !

বিশ্বনাথের দুঃখ ঘুচেছে ;—
যোগ্য পুত্র তা'র
শেষ পরীক্ষা সাঙ্গ করেছে
জিনিয়া পুরস্কার।
তবু থেকে-থেকে শুধু মনে পড়ে
সেই ঘোষপাড়া গ্রাম—
শত-স্মৃতি ঘেরা পল্লীটি তা'র,
জীবনের সুখধাম !

৫

বছরের পর বছর চলেছে
কত সুখে-দুখে বহি' ;
কত বসন্ত, কত-না বর্ষা,
কত শীতাতপ সহি'
কেটে যায় দিন ; ভরা যৌবন
ভরি' তোলে দেহমন ;
তিনুর জীবনে বাঁধা পড়িয়াছে
নূতনের বন্ধন !

হাকিমী-পদের ঘূর্ণীচক্রে
ঘুরিল সে কত দেশ,—
কত-না জেলার কত-না সহর
এরি মাঝে হ'ল শেষ !
যেমন বিদ্যা তেমনি বুদ্ধি,
তেমনি বিনয় সাথে ;—
যশের পসরা ভরি' উঠে তা'র
মানুষের শ্রদ্ধাতে !

যেখানেই যায়—অর্ঘ্য কুড়ায়,
রাখিয়া সবার মান ;
প্রিয়দর্শন উন্নত দেহ—
তেজস্বী, বলীয়ান ;
ব্যায়ামবদ্ধ সুপুষ্ট বাহু—
একটি দিনের লাগি'
ছাড়ে নাই লাঠি—বাল্যবন্ধু—
আজিও সঙ্গভাগী ।

বৃদ্ধ বিশুর পাকিয়াছে কেশ ;
জীর্ণ বক্ষপাশে,
মাস ছয় হ'ল পৌত্র একটি
শতদলসম হাসে ।
মাঝে মাঝে তবু পুত্রেরে ডাকি'
করে শুধু এক নাম—
চিত্ত-আরাম সেই সুখধাম
চর-ঘোষপাড়া গ্রাম !

৬

এমন সময় সহসা সুযোগ
সম্মুখে দেখা যায়—
তিনকড়ি দাস বদ্‌লি হইল
মাগুরা মহকুমায় !
দেশের মানুষ দেশে আসিতেছে,—
চারিদিকে ডানে-বাঁয়ে
বার্ত্তা তাহার রটে' গেল ক্রমে
ঘরে-ঘরে গাঁয়ে-গাঁয়ে ।

প্রতিশোধ

একটি বৃদ্ধ ঘোষপাড়া গ্রামে
শুধু শুনি' সেই নাম—
মজ্জার মাঝে কাঁপিয়া উঠিল,
ললাটে বহিল ঘাম!
পূর্ব্ব 'ব্যাভার' মনে পড়ি' তা'র
চক্ষে নামিল ধারা,
ভাবে—এইবার ঘর-সংসার—
জমি-জমা সব সারা!
এতদিন পরে সে ব্যাটা যখন
ফিরিয়া আসিছে দেশে,
নিশ্চয় তা'র ফন্দী আমারই
শাস্তির উদ্দেশে!
দেশের হাকিম— সব পারে বাবা,—
কে ঠেকাবে তা'রে আজ?
জেলে পূরে যদি—শিহরি' উঠিল
ভজহরি ভট্‌চায্‌।

দিনরাত ভেবে ক্ষুধা ও নিদ্রা
গেল তা'র দূর হ'য়ে;
একবার ভাবে—গ্রাম ছেড়ে যাবে
ছেলেপুলে সব ল'য়ে;
ফিরে' ভাবে—লাঠি, হাকিমীর কাজে,
নিশ্চয় হাতছাড়া;
এই ফাঁকে যদি 'লেঠেল' লাগিয়ে
করে' দিই কাজ সারা!

'মরিয়া' হইয়া উঠিল সে ক্রমে—
চিন্তার তাড়নায়,
সংবাদ এলো—নূতন হাকিম
বেরিয়েছে নৌকায়।

চলিল লেঠেল—ভজোর মন্ত্রে—
ধরি' মাল্লার বেশ,
রাত্রে নদীতে পান্‌সী লইয়া
কার্য্য করিতে শেষ!

হায় রে কপাল—দু'দিন পরে যা'
ভগ্ন-দূতের মুখে
শুনিল, তাহাতে পেটের মধ্যে
হাত-পা গেল যে ঢুকে'!

—কর্ত্তা, কি আর কইব তোমায়,
মুখে আসেনাক 'রা'!
কে-ডা যায়—বলে' মোহনার মুখে
যেমনি ভিড়েছে 'লা'—

সেই লাফ দিয়ে বেরোল যোয়ান—
'পেল্লায়' লাঠি হাতে!
—হাকিমই সে খোদ—গলার আওয়াজে
ঠিক টের পেনু রাতে!

তারপর—হ'ল কি যে সে কাণ্ড—
কি যে ওস্তাদী মা'র,—
কোথায় পান্‌সী—ভেঙে'-চুরে' সব
জলে-থলে একাকার!

প্রতিশোধ

বাড়ির উপরে বাড়ি এসে পড়ে—
লেগে যায় 'ব্র্যাভ্রম',—
মোটেই সময় দেয় না, কর্ত্তা,
আস্ত খোদার যম !
মারের জ্বালায় চার-চার জন
ছিট্‌কিয়ে পড়ে জলে ;
সর্দ্দার নিজে জখম হয়ে সে—
খালি বাপ্ বাপ্ বলে !
—ধর্‌তে পারেনি কা'রেও, কর্ত্তা,—
এই যা' ভরসা প্রাণে ;
ডাঙা-পথে-পথে পালিয়ে এসেছি,—
কি হবে, খোদাই জানে !
ভজো ভট্‌চায্—ব্যাপারটা সব
শুনিল শুধু হাঁ করে'—
জাগিয়া স্বপ্ন দেখিল বৃদ্ধ—
চলেছে দ্বীপান্তরে !

৭

দেশের হাকিম শফরে এসেছে
নিজ গ্রামে আজি তা'র ;
ধনী-গৃহস্থ শশব্যস্ত
সাজায়েছে ঘরদ্বার !
গ্রামের প্রান্তে মধুমতী-তীরে
তা'রি তাঁবু-দরবারে—
ভোর হ'তে আজ আবালবৃদ্ধ
জমিয়াছে চারধারে !

রাজ-আহ্বানে আগত সেখানে
ভজহরি ভট্‌চায্‌!
কেঁদে কয় বুড়া—অক্ষয় খুড়া,
ফাঁসির হুকুম আজ!
আসন হইতে নামিয়া হাকিম
আসিল যখন কাছে,
ভজোর চক্ষে মনে হ'ল, বুঝি—
বলির খড়্‌গ নাচে!
লজ্জিত হাসে মোহর একটি
পদতলে রাখি' তা'র,
প্রণমিয়া তা'রে কহিল হাকিম—
বিনয়ের অবতার—
ব্রাহ্মণ, তব দুই হাত-তোলা
পূর্ব্ব-আশীর্ব্বাদ—
চিরজনমের সম্বল মোর—
সারা জীবনের সাধ!
ঘর-ছাড়া করে' দিলে যে ঠাকুর—
আমি কি সে কথা মানি?
বাপের মায়ের অভিসম্পাৎ
পুত্রে ফলে না, জানি!

ভজো ভট্‌চায্‌ শুনিয়া সে কথা
লুটে' পড়ে সেইখানে:
সঙ্গীরা দেখে—সংজ্ঞাহারা সে;—
কি আঘাতে—কে বা জানে!

ভক্ত ভোলা

ভক্ত ভোলা তীর্থযাত্রী বন্ধুজনসাথে ;—
বহু দিবসের বাঞ্ছা হেরি' জগন্নাথে
সার্থক করিবে আঁখি ;—সম্মুখেতে রথ,
অসংখ্য যাত্রীতে ভরা শ্রীক্ষেত্রের পথ।

কত নদী, কত মাঠ, কত বনচ্ছায়—
সুদীর্ঘ সরণি ধরি' পার হ'য়ে যায়
পায়ে পায়ে। মন বাঁধা যে রথের সনে,—
পথের যাতনা যত লাগেনাক মনে।
যেথায় ঘনায় রাত্রি, সেইখানে থামে :
অজস্র লোকের ভিড় দক্ষিণে ও বামে—
দরিদ্র মানব-মেলা জুটে চারিধারে,
দেবালয়ে পান্থাবাসে কাতারে-কাতারে।

কা'রো বা মিলে না অন্ন, নিঃসম্বল কেহ ;
বৃক্ষতলে পথে কা'রো রোগাক্রান্ত দেহ—
লুটিছে কাতর কণ্ঠে ফুকারিয়া জল ;
সেবা লাগি' থামে ভোলা বিষণ্ণ বিহ্বল।
কেহ-বা এগিয়ে চলে, কেহ পড়ে পিছে ;
কা'রো মন গৃহপানে ফিরিয়া চাহিছে—
পথশ্রমে, বর্ষাজলে উদ্‌ভ্রান্ত কাতর :
সঙ্গীর উৎসাহে শুধু চলে করি' ভর !

২

সেবারে দুর্ভিক্ষ ভারী উৎকল-প্রদেশে ;
সম্মুখে সুভদ্রাগড় ; অনাহারে ক্লেশে
সেথায় মরিছে লোক ; কেহ বা পলায়ে
ছুটিছে বঙ্গের পথে জঠরের দায়ে !
—দু'ধারেরই জনস্রোত জলস্রোতাকারে
মিশিতেছে পরস্পরে পথের দু'ধারে ;—
পথেই যেন-বা রথ—হেন গণ্ডগোল !
আগে পিছে উচ্চকণ্ঠে উঠে হরিবোল।

চলেছে যাত্রীর দল তথাপি উৎসাহে ;
ভোলা শুধু নিরুৎসাহে চারিপাশে চাহে—
হেরি' মানবের দুঃখ ; স্মরি' নারায়ণ—
বাঁধিতে পারে না তবু বিপর্য্যস্ত মন।

বন্ধু কহে, আছে আর মোটে দিন ছয়,
এইবারে ক্ষিপ্রপদে না চলিলে নয় ;
তব সাথে তীর্থপথে চলা—দেখি, ভার ;
—পরের দুঃখের খোঁজে কি কাজ তোমার ?
অপ্রতিভ ভোলা বলে,—এই চলো যাই,
—কতই বিলম্ব হবে ? বেশী দেরি নাই ;
মেয়েটার জ্বরটুকু ছাড়ে যদি রাতে,
গোবিন্দের নাম নিয়ে পালা'ব প্রভাতে।

৩

ভদ্রাগড়ে সন্ধ্যা নামে—ঠিক পরদিন ;
দ্রুত চলি' দুই বন্ধু চলৎশক্তিহীন।
আহারে বিশ্রামে তবু মিলেনাক ঠাঁই,—
এমনই দেশের দশা—উপায়ও যে নাই।
দুর্ভিক্ষের সহচরী মহামারী আসি'
সুবিস্তীর্ণ জনপদ দিয়া গেছে নাশি'।
সুস্থ যা'রা—পলায়িত, শুধু রুগ্নজন
নিরুপায় পড়ে' আছে চাহিয়া মরণ !

যে শূন্য মন্দিরে দোঁহে রজনী কাটায়,
তা'রি পাশে শেষরাত্রে শব্দ শোনা যায়-
যেন রুদ্ধ হাহাকার মৃত্যুর পরশে !
নিদ্রিত বন্ধুর কাণে সে শব্দ না পশে।

ভোলা উঠি' তাড়াতাড়ি হইল বাহির,—
আপন কর্ত্তব্য তা'র করি' ল'য়ে স্থির
মনে মনে। বন্ধুরে সে জাগা'ল না আর,
না করিয়া মিথ্যা সৃষ্টি নূতন বাধার।
প্রভাতে জাগিয়া বন্ধু চাহে চারিধারে,—
কোথাও নাহিক ভোলা,—বিস্ময়পাথারে
রহিল অবাক হয়ে সারা দিনে-রাতে ;
হতাশে একাকী যাত্রা করিল প্রভাতে।

৪

ভোলার কষ্টের আর রহিল না পার ;
অশ্রু-চক্ষে হেরে সে যে কৃষি-পরিবার,—
মরণে দু'জন তা'র শান্তি লভিয়াছে !
স্ত্রীলোক বালক যা'রা উপবাসী আছে,—
তা'দেরও মৃত্যুর বড় নাই বেশী দিন ;
পুরুষের মধ্যে বাকী ছিল যে প্রবীণ,
সংক্ষেপে তাহার কাছে শুনি' সমাচার,
দ্রুতপদে বাহিরে সে— চিন্তি' প্রতীকার।

আপন পাথেয় হ'তে, যাহা প্রয়োজন,
দীর্ঘপথ ঘুরি' কষ্টে করি' আহরণ,
লাগিল সেবার কার্য্যে হয়ে একমনা—
গোবিন্দের পদে সঁপি' তীর্থের ভাবনা।

সে রাত্রে দেখে সে স্বপ্ন—যেন চারিধারে
অজস্র আর্ত্তের মেলা ; তাহারি মাঝারে
চলেছেন জগবন্ধু হেঁটে খালি-পায়ে ;—
ভোলারে দেখিয়া—ল'ন দু'বাহু জড়ায়ে !
কাটিল সপ্তাহকাল,—পক্ষ কেটে যায় ;
ধীরে ধীরে ক্লান্তিহীন কর্ম্মব্যবস্থায়,
সঞ্চিত পাথেয়বলে, দুঃস্থ পরিবার
উঠে ক্রমে সুস্থ হয়ে সাহায্যে তাহার।

সময়ে সকলই হয়—পড়ে যা'রা, উঠে,—
আনন্দে শিশুর কণ্ঠে কলধ্বনি ফুটে,
নর ফিরে' কাজ করে, নারী উঠে হেসে ;—
দেখি' দেশে ফিরে ভোলা আষাঢ়ের শেষে।

৫

সবাই শুধায়,—কি হে, দেখে' এলে রথ ?
মৃদু হাসি' কহে ভক্ত—দেখে' এনু পথ ;—
রথের না পেনু দেখা মানুষের ভিড়ে ;—
সবই কপালের লেখা, এনু তাই ফিরে' !

—বলো কিহে ?—ও হো ! তা' যে বলিবার নয়
তীর্থকথা মুখে নিলে অপরাধ হয় !
ভালো, তব বন্ধু কোথা—ফিরেনি তো ঘরে !
আরও কোথা গেল বুঝি, পুরী হ'তে পরে ?

ভক্ত ভোলা হেসে শুধু নিজ কাজে যায় ;
আরো এক পক্ষ কাটে বন্ধুর আশায় ।
ভাবে সে, চাহিব ক্ষমা, আসুক্ তো আগে :
ভাঙিতে বন্ধুর রাগ কতক্ষণ লাগে !

৬

শ্রাবণে ফিরিল বন্ধু আপন আলয়ে ;
ভোলার নিকটে গিয়া ক্রোধভরে কহে—
মধ্যপথে ছেড়ে যাবে—ছিল যদি মনে,
কি কাজ একত্র তবে যাওয়া মোর সনে ?
ভোলা কহে—ছাড়িয়াছি বটে মাঝপথে,—
তবে কিনা—আমি ভাই, যাইনি তো রথে
মধ্যপথে অন্য কাজে বাঁধি' মোর হাত,
আমারে ফিরায়ে দিল দেব জগন্নাথ !

—মিথ্যাবাদী ! মোর সঙ্গে এই ব্যবহার !
দেখিনু তোমারে আমি তিন-তিন বার,
রথের সিঁড়ির 'পরে ঠাকুরের নীচে,—
আমারে ভুলা'তে চাও ধাপ্পা দিয়ে মিছে !
—শুধু চোখে দেখা নয়,—এগিয়ে সেখানে
চীৎকারি' ডাকিনু কত'—শুনিলে না কাণে !
দারুণ লোকের ভিড়ে নারিনু ধরিতে,
বারবার ব্যর্থ হয়ে হইল ফিরিতে।

অশ্রুনীরে তিতি' ভক্ত কহে পুনরায়—
মোটেই পুরীতে আমি যাই নি তো ভাই ;
ভদ্রাগড়ে ছিনু পড়ে' একপক্ষ কাল ;
—তীর্থ লাগি' মিথ্যা ক'ব ?—হায় রে কপাল !

—কেন বাড়াইছ মিথ্যা, কিবা প্রয়োজন ?
এর আগে নীচতা তো দেখিনি এমন !
তিন-তিন বার নিজে দেখিলাম চোখে—
প্রভুর পায়ের কাছে ! তবু যাও বকে' !

শুনি' ভক্ত লুটাইয়া পড়ে ভূমিতলে,
ভাবিয়া প্রভুর কাণ্ড, ভাসি' নেত্রজলে !
ভক্ত আর ভক্তবন্ধু ভিন্ন কথা কয় ;—
কা'র সত্য—সত্যি সত্য—কে করে নিশ্চয় !*

* টলষ্টয়ের অনুসরণে।

মুক্তিপথ

—শ্রীনিবাস বৈরাগী

বৈরাগ্যের দীক্ষা লইল গুরুর চরণে মাগি'।
গ্রামের প্রান্তে শ্মশানতলায় মাটির কুটীর-ঘরে,
দিনরাত নাই, না জানে কামাই, মন্ত্রসাধন করে।
পথের পথিক পথে যেতে রাতে সহসা শুনিতে পায়,-
গাহে বৈরাগী—'হরিনাম বিনে বিফলে জনম যায়'!

বাগ্‌দি-পাড়ার সুধন্বা আসে, বারুই-পাড়ার বাঁশী,
বুনো-পাড়া থেকে বঙ্কুর পিসি, দোসাদ-পাড়ার দাসী,—
মধুর কণ্ঠে নাম শুনে' যায় গোপীযন্ত্রের সাথে,
—যা'র যে সময় মনের মতন, কেহ দিনে কেহ রাতে।
আঁখি করে' বাঁকা দেখে তা' বিশাখা, ভালো নাহি লাগে আর,
—সেবাদাসী, তবু সেবার সময় মিলাই কঠিন তা'র!

হরির কৃপায় দিন চলে' যায় বৎসর পাঁচ-ছয়;
ভক্তের ভিড় ক্রমে বাড়ে, পেয়ে ভক্তির পরিচয়।
তৃণাদপি নীচ, প্রেমের কথায় চোখে আসে তা'র জল,
গৌরনামের গুণগানে হয় তন্ময় বিহ্বল!
ব্রতে উপবাসে আধাদিন কাটে, দেহপানে নাহি চায়,
কণ্ঠে তাহার ভজন শুনিলে শ্রবণ ফিরান'.দায়।

সখী-বিশাখার সেবায় যদিচ অপরাধ বড় নাই,
সন্তানহীন কোলখানি তবু করে তা'র খাঁই-খাঁই।
—'ঘরসংসার কিবা দরকার, মনে হয়, যাই ফেলে' !
—কহে বৈরাগী—'ঐ ত গোপাল, ভাবো না নিজের ছেলে'
পটের গোপালে চাহিয়া তবু সে, কি ভাবি', হাসিয়া উঠে,—
চোখে-মুখে তা'র গোপন ব্যঙ্গ রঙ্গের মতো ফুটে !

সম্মুখে আসে সুদূর পুরীতে জগন্নাথের রথ,—
কয়দিন থেকে বাবাজী এবার খুঁজিছে তাহারি পথ।
যা-কিছু তুচ্ছ সম্বল তা'র—পুরাণো দিনের পুঁজি,
তাই নিয়ে কবে যাত্রা করিবে, মরিতেছে দিন খুঁজি'
বাগ্দি-পাড়ার সুধন্বা আর দোসাদ-পাড়ার দাসী—
সঙ্গে যাইবে, কয়দিন থেকে ধন্না লাগা'ল আসি'।

সখী-বিশাখার মনের শাখায় ফুটে ফাল্গুনী ফুল,—
সাধু-সঙ্গের সাধুর সেবায় হয় তাই দিক্ভুল !
রসকলি-কাটা নাসিকার পাশে চঞ্চল দু'টি ভুরু
দখিনা বাতাসে ডানা মেলি' বুঝি করে শুধু উড়ু-উড়ু
মধুর কণ্ঠে হরিনাম সুধা মিটায়না ক্ষুধা তা'র,
বাঁধন কাটায়ে খুঁজে সে গোপনে মুক্তির পারাবার।

গাহে শ্রীনিবাস—'ওপারের পথ দেখাও ঠাকুর মোরে,—
আর কত দিন বাঁধিয়া রাখিবে মিথ্যার মায়া-ডোরে' ?
—গায় আর কাঁদে, গাল বয়ে তা'র নামে শাওনের ধারা,
ভক্তের দল ভক্তির বানে হয়ে যায় দিশাহারা !
সখী বিশাখার বাঁকা কটাক্ষে মিলায় বক্র হাসি ;
কেহ না দেখুক, দেখে একজন—বারুই-পাড়ার বাঁশী।

দোসরা আষাঢ় যাত্রার দিন ; সহসা পূর্ব্বরাতে
দাসী-বিশাখার দেখা নাই আর আখ্ড়ার ত্রিসীমাতে !
খোঁজে সুধন্বা, খোঁজ করে দাসী—তোলপাড় করি' পাড়া,
বিস্মিত সবে বাবাজীর মুখে না পেয়ে শোকের সাড়া !
আরো বিস্ময়—তুলসীতলায় পোঁতা ছিল যে-বা ধন,
কালিকার রাতে বৈষ্ণবীসাথে তাহারো অদর্শন !

কাঁদে সুধন্বা—'কি হবে গোঁসাই,—এ দেখি, বজ্রাঘাত' !
কহে শ্রীনিবাস, দেব উদ্দেশে ভূঁয়ে করি' প্রণিপাত,
—'ভালোই যুক্তি দেখালে দেবতা, এই তো যাত্রাপথ,
আমারি দুয়ারে আনিলে টানিয়া তোমার মুক্তি-রথ !
—সব বন্ধন কাটিলে যখন, হে ঠাকুর এইবার—
পাথেয়বিহীন পথিকে আজিকে করিতে হইবে পার'।

দুঃখবাদী বন্ধুর প্রতি

বন্ধু, বারেক চোখ চেয়ে দেখ'—উঠে পূর্ণিমা-চাঁদ,
আকাশের তীরে মুছে' যায় ধীরে আঁধারের অপরাধ।
তিথিতে তিথিতে জমে' যে বেদনা মরিল সূতিকাঘরে,
তা'রি বুক চিরে'—হের' কি মাণিক জ্বলিল তোমারি তরে।
—সোনার চস্‌মা, খুঁজে' যা' পাওনি, ঐ দেখ' তাকে তোলা,
মশলার ডিবে—ঐ তো সমুখে, এই দেখ' আল্‌বোলা ;
হারানো চটির পাটি-টি লুটায় দূরে ঐ আঙিনাতে,—
পেয়েছ তো সব,—এইবার উঠে' চলো দেখি ভাই ছাতে ;
—নাই-নাই-নাই ! বালাই, বালাই—নাই কি বলিতে আছে ?
এখানে, না-হয় ওখানে আছে তা',—হয় দূরে, নয় কাছে।

একটু দাঁড়াও—এই কোণটায় বিছাইয়া দিই পাটি,
রোসো রোসো ভাই—সেজে দিই তব সাধের আল্‌বোলাটি ;
দিব্য আরামে বসো' তো বন্ধু, মেজাজটা করি' মিঠে,
মোলাম করিয়া আনো ক্ষণতরে ঐ খর-দৃষ্টিটে।
সুপ্তিদাত্রী এ হেন রাত্রি, এমন স্নিগ্ধ আলো,—
জানো তো বন্ধু, বক্ষে তাহারো আছে কতখানি কালো !
—ঐ দীপ্তির পিছনে লুকায়ে কত অতৃপ্তি-দাহ—
নিয়তির রীতি মানি' হাসিমুখে ব্রত করে নির্ব্বাহ :
জানে—এর পারে উদিবে তপন, জানে—পিছে আছে অমা,
তবু সুখেদুখে ঐ তো সমুখে হাসে চিরমনোরমা !

কৃষ্ণনিশীথিনী কে স্মরিবে আজি এমন চাঁদিনী রাতে ?
তাই বলে' সে কি উঠিবে না আর আকাশের আঙিনাতে !
আজি এ আলোকে পড়েনাক চোখে হারানো যে ক'টি তারা,
—ভেবেছ কি মনে, অমার গহনে তা'রা চির-জ্যোতিহারা ?

সম্মুখে যা'র মিলেনাক দেখা, পশ্চাতে তাই আছে,
পিছু ফিরে' দেখ'—সেই জ্বল্‌জ্বলে জ্বলিছে বুকের কাছে!
যে চোখের আলো পলকে মিলায় সুপ্তির আবরণে,
তা'র মাপকাঠি এতই কি খাঁটি—অনন্ত এ জীবনে?
মন মন করে' যে অহঙ্কারে কথা কহ থাকি-থাকি'—
শুধাই তোমায়, সেই মনটারই সত্য স্বরূপটা কি?

তার বাঁধা নাই যে মনোবীণায়, নাহি যা'র সুরবোধ,
ললিত বিভাস ভেঁরো যে তা'র ভৈরব দুর্ব্বোধ!
ব্যথাবোধ আর সুরবোধে দোঁহে জ্ঞাতি নহে কাছাকাছি;
চোখ থেকে তবু মধু ছেড়ে' ক্লেদে ঘুরেনা কি কাণামাছি?
হাই তুলিছ যে—ঘুম এল নাকি,—বালিসটা দিব এনে?
চৈত্র-হাওয়ায় দরকার নাই কাঁথা-কম্বল টেনে'।
হেনার ঝাড়টা আচ্ছা বেহায়া—টবে থেকে খায় দোল,
মৃদু দখিণায় তোমারই ভাষায় তুলিয়া আর্ত্তরোল!
নাকে ঢোকে তারই গন্ধের ব্যথা—চোখে দেখা যায় দেহ,
এত ব্যথা-বহা রূপটি কিন্তু মনে আনে সন্দেহ।

কথাই কওনা—চটে' গেলে নাকি? অথবা এসেছে ঘুম
নয়নতারায় মুদিয়া দিল কি গন্ধ-ধূপের ধূম!
সুখ জেগে থাকে, দুঃখ ঘুমায়—শেষে কি বুঝিব তাই?
চিরবিরহীরে তাই কি রাত্রে ডেকে সাড়া নাহি পাই!
আসল কথা কি,—যতখানি সুখ—ঠিক ততখানি দুখ,
দিনরাত্রির আলোয়-কালোয় যেমন কালের মুখ।
সুখী বলে' তাই সুযোগ পেয়েছ দুঃখেরে জানিবার,
নহিলে দুঃখে চিনিতে চক্ষে থাকিতনা অধিকার!

পূর্ণিমা-রাত, হেনার গন্ধ—সুমন্দ দখিণায়,—
বন্ধুর নাকে বেদনার শাঁকে—মিছে বকে' মরি, হায় !

একা নিরুপায় বসে' ভাবি তাই—দুখ লাগে কেন গুরু :—
দুখের চামড়া পাতলা—আর কি সুখের চামড়া পুরু ?
জন্ম হইতে সুখ পেয়ে, সুখে হয়ে যাই উদাসীন,
অনভ্যাসের পাতলা চর্ম্মে ব্যথা করে চিনচিন !
মাতার স্তন্যে জন্মপুষ্ট ; পিতা পোষে বহুকাল,
শৈশব হ'তে শিখিতে হয়না ভাবনার জঞ্জাল ;
পনেরো আনারই অভাবের বোধ যৌবনে উঠে জেগে',
নূতন গজানো পাতলা চর্ম্মে কামনার হাওয়া লেগে !
দুঃখের তাই—সর্ব্বদা খাঁই, সুখের মেলে না ভাত,
সুখের দিবস তবু চলে' যায়, দুখের কাটে না রাত !

চোখ তুলে' দেখি—আকাশের চাঁদ ঢাকা পড়িয়াছে মেঘে
একবার করে' হাবুড়বু খায়, আরবার উঠে জেগে ;
শঙ্কর-শিরে চিরঠাঁই যা'র—দীপ্তিদেবতা শশী,—
সেও আপনারে বজায় রাখিতে মাঝে মাঝে মাখে মসী !
হাওয়ার দেবতা পবন—তাহার দেখিবারে চাঁদমুখ,
ঘোমটা টানিয়া ঘোমটা খুলিয়া করে চির-কৌতুক !
বুড়া শিব—সে তো ব্যাজার হইয়া সৃষ্টি করে না রোধ,
—ন্যাংটা পাগল সন্ন্যাসী, দেখি—তারো আছে রসবোধ !
সুখেরই লাগিয়া দুখের সৃষ্টি—উঁচু আছে বলে' নীচু,
জীবনের পথ মুক্ত যখন, আছে আগু আছে পিছু ।

ভাটিয়ালী

আমি ও আমার প্রিয়ার মাঝারে
যে ছোট নদীটি বহে,
কত ছলে সে যে তাহারই কথাটি
কাণে-কাণে মোর কহে !
কলকলি' আসে, খলখলি' হাসে,
ছলছলি' যায় চলি' :
কেহ না বুঝুক, আমি যে বুঝিনা—
সে কথা কেমনে বলি ?

এপারে নদীর খরবেগখানি
কূলের কোলটি ঘেঁসে,
ওপারের জল অতল শীতল
তটের প্রান্তদেশে :
এদিকের চর তৃষিত ঊষর—
তৃণহীন বালুময়,
লতা পাতা ফুলে ভরা আন-কূলে
অসীমের বিস্ময় !

নদীর ওপারে খানিক ওধারে
উজানে প্রিয়ার বাস,
ভাটিমুখে তাই সংবাদ পাই
নিতি-নিতি বারোমাস !
রঙ্গিণ সাড়ীটি কবেই-বা কাচে,
মাথাটি ঘষে বা কবে,—
সাথে-সাথে তা'র বারতাটি আসে
বর্ণে ও সৌরভে !

ভেসে-আসা তা'র চুলের ফুলটি
কভু-বা ধরিয়া রাখি,
ধরিতে পারিনা জল-তরঙ্গে
সঙ্গের কথাটা কি !
ইঙ্গিতে আর ভঙ্গীতে ভরি'
যত ভাবি সেই কথা,
চঞ্চল জলে তত ছলছলে
পারের মন্থরতা !

সন্ধ্যেবেলায় সহজ লীলায়
যে ঘট সেথা সে ভরে,
ঢেউখানি তা'র কেঁপে-কেঁপে লাগে
এপারের বালুচরে ;
সেথায় বাগানে কোকিল ডাকিলে,
হেথায় হেনার ঝাড়ে
ফুটে উঠে ফুল গন্ধে আকুল—
রাতের অন্ধকারে ।

চখা-চখী যা'রা চরে এই চরে,—
সন্ধ্যার কিনারায়,
চরণ-চিহ্ন রাখিয়া এপারে
ওপারে উড়িয়া যায় ;
জানিনা—সেথা কি সুধার সায়র
আছে ওপারের কোলে,
দিনের পাখীরে রাতে যা' ভুলায়ে
উন্মনা করে' তোলে !

ভাটিয়ালী

জলের কিনারে সারারাত ধরে'
পেতে' বসে' থাকি জাল,
রাতের আঁধার মুছে' দিয়ে যায়
মনের অন্তরাল ;
চোখের বালাই কিছু যবে নাই,—
ঘুচে' যায় দূরে-কাছে,
নিশার মশারীতলে ভাবি—প্রিয়া
মোরই পাশে শুয়ে আছে !

পায়ের তলায় দোল দিয়ে যায়
চিরপরিচিত ঢেউ,
থম্‌থমে' রাত, লুকায়ে কোথাও
দেখিবার নাহি কেউ ;
ফিস্ ফিস্ করে' সেই ফাঁকে তা'রে
বলে নিই যত কথা,
দিনে বড় বাধা—রাতের আঁধারে
জানাই প্রাণের ব্যথা !

মাছের আওয়াজে মোহ ভেঙে যায়,
চোখ মেলে' দেখি চেয়ে,—
কোলের নদীটী কালেরই মতন
চুপি চুপি চলে বেয়ে ;
গাঙ্-চিলেদের কলরব উঠে
ওপারের ঝাউ বনে,
বাঁশের মাচায় রাত কেটে' যায়
তন্দ্রায় জাগরণে।

উষা-বধূ আসি’ সোনার ঝাঁটায়
করে সংমার্জ্জনা—
গগনাঙ্গনে জমে’-উঠা কালো—
রাতের আবর্জ্জনা ;
ফুটে’ উঠে যত পরিচিত রূপ—
নদী, নদী-পরপার,
তা’রি সাথে সেই চিরমোহময়ী
মূর্ত্তিটি কামনার !

তরী খানি মোর নদী-কোলে-কোলে
বৃথায় ঘুরিয়া মরে,
ছোট বুকে তা’র ঠাঁই হওয়া ভার,
দু’জন নাহিক ধরে ;
চির-নিরুপায় একা বাহি তাই
একক প্রাণের বোঝা—
লবণ সাগরে এ যেন হয়েছে
তৃষ্ণার বারি খোঁজা !

তাই যদি হয়, মনে ভাবি আরও
উজানে বাঁধিব ঘর,
নদীমুখে তা’রে তবু তো জানা’তে
পারিব এ অন্তর ;
যতদিন এই খর বেগখানি
বহিবে নদীর জলে,
ভাটিয়ালী সুর ধ্বনিবে বিধুর
পারের অতলতলে ।

পঞ্চাশোর্দ্ধে

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে—চলেছি তাই বনে!
মনটা তবু থেকে-থেকে দুলছে ক্ষণে-ক্ষণে ;—
কত দিনের ঘরের সাথে কতই পরিচয়,
কত দিকের কত বাঁধন, কত-না সঞ্চয় ;
হাজার পাকে শিকড়-বেড়া চিত্ত-লতার জালে
কেমন করে' উপ্‌ড়ে আবার বাঁধ্‌ব গাছের ডালে!
বাক্যহারা ঘর-বধূ যে বাতায়নের ফাঁকে
অশ্রুজলের আব্‌ছায়াতে দৃষ্টি মেলে' থাকে!

ভাব্‌ছি মিছে,—যেতেই হবে, এলই যখন ডাক,
মনের কাণে ঢেউ তুলেছে সন্ধ্যালোকের শাঁক ;
দিনের দাহ জুড়িয়ে আসে দেহের সীমানায়,
অস্তরবির রঙ্‌টি লেগে' বনটি কি মানায়!
সিন্ধুজলের গন্ধ-আমেজ লাগ্‌ছে এসে নাকে,—
এই অবেলায় ঘরের খেলায় বন্দী কি কেউ থাকে?
সন্ধ্যাতারায় দৃষ্টি হারায়, সাম্‌নে পিছে কালো,
পারের পথের যাত্রী যখন, এগিয়ে থাকাই ভালো!

আজ মনে হয়, বনের মানে —মুক্তিরই স্বাদ চাখা,
বাঁধন যবে ছিঁড়তে হবেই, ভার কেন আর রাখা!
দেহের শিকল কাটার আগে, আল্‌গা করি' মন
মুক্ত পথে রাখাই ভালো মুক্তি-নিমন্ত্রণ।
বৈতরণীর মন্দিরে যে পারের ঘণ্টা বাজে,
তক্‌মা তাবিজ্‌ তল্পী কি আর লাগবে কোনও কাজে?
দেহের ক্ষুধার যোগান্‌ দিয়ে, ছুটির আগে আজ
মনের ক্ষুধার তৃপ্তি লাগি' নাই কি কোনো কাজ?

যতই বলুন কবিরা সব—"কোকিল ডাকের মানে,
পঞ্চাশতের নীচে যা'রা, তা'রাই ভালো জানে!"—
চঞ্চলতার মাঝ-দরিয়ায় স্রোতের মুখে ভেসে'
কবে কে আর দেখ্‌ল চেয়ে তটের সীমা-দেশে!
স্রোত কাটিয়ে বস্‌তে পেলে শান্ত হয়ে তটে,
কুঞ্জ-শোভা তখন পড়ে সহজ আঁখিপটে।
আপন-হারা আকুল বনে কোকিল ডাকে মিছে,—
কুহুধ্বনি মারা পরে রক্তধ্বনির পিছে!

অন্ধ বকুল গন্ধ-পথে দেয় যে লিপিখানি,
প্রিয়ার খোঁপায় কে বুঝ্‌বে হায়! তা'র বেদনার বাণী?
মধুঋতুর উৎসবে যে বাঁধ্‌তে চাহে ঘরে,
তা'র চোখে কি পুষ্পশোভার উৎস ধরা পড়ে?
লতার বেণী বাঁধন হয়ে বাঁধে যে তা'র মন,
মিথ্যা পাঠায় সৃষ্টি তা'রে দৃষ্টি-নিমন্ত্রণ।
নয়ন-পথে গ্রহণ যাহার, চয়ন-পথে নয়,—
যে জন অবোধ, সেই রসবোধ তা'র কাছে কি হয়!

মিথ্যা ভাবা ঘরের কথা—কোথায় তোমার ঘর?
শাখার ফাঁকে ঐ দেখা যায় বিশ্ব-চিদম্বর!
সীমাহারা ঐ আকাশে মুক্ত হাওয়ার মাঝে
প্রাণের কাণে শোন্‌ দেখি—কোন্‌ না-শোনা সুর বাজে!
সূতিকা-ঘর রয়না যেমন গৃহবাসের ঘরে,
মাটির-ইঁটের-কাঠের ঘরের বদল পরে-পরে,
দেহবাসের ঘরও যখন মনোবাসের নয়,—
বনবাসেই যাক্‌ না দেখা শেষের পরিচয়।

সন্ন্যাসী

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো উদাসীন, মিনতি তোমার কাছে,—
বলো একবার, জীবনে তোমার—কি ধন চাওয়ার আছে।
গিরিগুহাতলে আসন পেতেছ ঘন অরণ্যমাঝে,
নরের দৃষ্টি—সমাজের আঁখি—সহিবারে পারো না যে।
বিষয়বাসনা বিষেরই মতন ত্যজিয়া গিয়াছ চলি'
ধূলিসম এই ধরণীর মায়া হেলায় দু'পায়ে দলি';
বনের পশুরে সঙ্গী করেছ, সাথী বনতরুলতা,
মুখের বাণীরে বন্ধ করেছ বন্দিয়া নীরবতা।
ঘন জটাজালে ঢাকি' চারু কেশ, ললাটে ভস্ম মাখি'
প্রকৃতির পানে রুধেছ সবলে প্রকৃতিরই দেওয়া আঁখি;
—সব ডাকাডাকি ছাড়িয়া গোপনে কা'রে ডাকি' দিবারাতি
কাটাইছ কাল—কিসের আশায়, পাষাণে আসন পাতি'?

কে তোমারে প্রভু জন্ম দিয়াছে, ছিলনা কি মাতাপিতা—
সুখ-শৈশব কা'দের অঙ্কে কাটিয়াছে জান কি তা'?
ও কঠিন দেহ পুষ্টি লভিল কা'দের অন্নে-জলে,
কা'র কাছে তব দেবতার নাম শিখেছ কৌতূহলে?
অসহায় দেহ, অশরণ মন—কোন্ সমাজের স্নেহে
বাড়িয়া উঠেছে কোন্ পল্লীর কোন্ অকরুণ গেহে?
কাহার বক্ষে চরণ ফেলিয়া ছাড়িয়া এসেছ কা'রে
কাহাদের কথা বিপুল যত্নে ভুলিয়াছ একেবারে!
কৃতজ্ঞতার কোনো অধিকার কা'রো বুঝি তা'র আছে,—
তাই কি সুদূরে সরিয়া এসেছ দেখা পাও কা'রো পাছে!
ধরণীর স্নেহে তরণী করিয়া সরণি হয়েছ পার,
—কিসের নৌকা, কে-বা তা'র মাঝি? ধারো না কাহারো ধার!

বুড়া বিধাতার ভুল হয়েছিল—মানবের গৃহবাসে
মানুষ করিয়া পাঠা'লো তোমায়, না বুঝে' এ পরিহাসে!
কেমনে চিনিবে অন্তর তব—মর্ম্মবাসনা গূঢ়—
পাষাণের মাঝে পাথর তোমারে গড়িতে পারেনি মূঢ়!
কে জানিত আগে, মুক্তির লোভে শুধিবারে দেবঋণ,
পিতৃঋণেরে এত বড় ফাঁকি দিতে পারে কোনো দীন?
মায়ের ভায়ের স্নেহ—সে তো মায়া, মিছে সমাজের দাবী-
দেশ—সে তো মাটি—অন্নে তাহার কোথা মুক্তির চাবি!
তোমার মোক্ষ তোমারি সে শুধু—স্বীয় সাধনার ধন,—
দশজনে টেনে রাখিবে তোমারে মায়ায় ভুলায়ে মন?
এত বড় 'ছোট' নহ তুমি দেব,—ধরণীর মোহে ভুলি'
তোমার স্বর্গ পরের কথায় 'শিকায় রাখিবে তুলি'!

ধিক্ সন্ন্যাসী, ধিক্ উদাসীন, ধিক্ হে মুক্তিকামী,
শ্রীপদে তোমার শতবার ধিক্—হে মোক্ষপথগামী!
মানুষের ঘরে মানুষ হ'বার যোগ্যতা নাহি যা'র,
স্বর্গের লোভ সাজে কি তাহার—দেবতার অধিকার!
পিতা কাঁদে ভূঁয়ে, মাতা পথে শুয়ে মুমূর্ষু গৃহহীন,
ক্ষুধা-অপরাধে ভাইবোন কাঁদে—নিজবাসে পরাধীন!
তুমি খুঁজিতেছ আপনার পথ, ভাবিয়া তা'দের মায়া,
যা'দের মায়ায় মানুষ হয়েছ, যা'দেরি রক্তে কায়া!
হায় কাপুরুষ, হায় পলাতক, হায় ভীরু, হা রে দীন!
স্বার্থ-আশায় মনুষ্যত্বে এত বড় উদাসীন—
সহিতে পারেন শুধু তিনি—যার আকণ্ঠ ভরা বিষে,
মানুষের 'পরে হেন পরিহাস মানুষ সহিবে কিসে?

সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসী শিব—বিশ্বের শিবে আছেন চক্ষু বুঁজি'—
গৃহিণীরে দিয়ে অন্নের ভার—অর্থ তাহার বুঝি' ;
পূর্ব্বপুরুষে উদ্ধার লাগি' সন্ন্যাসী ভগীরথ,
সগরবংশে স্বর্গে বহিল তাহার পুণ্যরথ ;
বুদ্ধ নিমাই—মানুষেরই ভাই, জীবের মুক্তি লাগি'
দুঃখ-দূরের পন্থা খুঁজেছে গৃহহীন বৈরাগী ;
জানি শঙ্কর-ব্রহ্মচর্য্যা, বুঝি তা'র মায়াবাদ—
রামকৃষ্ণের সেবাধর্ম্মের জগৎ চিনেছে স্বাদ ;
—তব ভাণ্ডারে কোন্ সে বিত্ত সঞ্চিছ কা'র তরে ?
স্বার্থ-সাধনা-ছদ্মের বেশে ভুলাইবে কোন্ নরে !
যাহারে ডাকিয়া ভস্ম মাখিয়া কাটাইছ নিশিদিন—
জেনো—ধরা তাঁর স্নেহেরই আগার—তিনি ন'ন উদাসীন

অনাগত

বরষের খেয়া বেয়ে বন্ধু মোর চৈত্ররাত্রিপারে
পার হ'য়ে গেল অন্ধকারে ;
বিদায়ের কোনো বাণী না কহিয়া কিছু,
নিঃশব্দ প্রশান্ত মুখে গেল সুধু মাথা করি নীচু।
সুখেদুঃখে বাঁধি' ঘর—মোরা, যা'রা দীর্ঘ দিনেরাতে
এতদিন ছিনু সাথে-সাথে,
স্তব্ধ রহিলাম বসি' তীর প্রান্তে চাহিয়া সম্মুখে
ব্যথাতুর বুকে।

ধূসর বালুকাতটে নাহি আলো—নাহি অন্ধকার,
অস্পষ্ট উষার আলো ইঙ্গিতে জানায় বুঝি পার—
বহুদূরে মোহনার শেষে,
নক্ষত্রের রশ্মি ধরি' বন্ধু মোর গিয়াছে যে দেশে !

নিশান্তের হিম বায়ু কাঁটা দিল আকাশের গায়ে,
নয়নে নামায়ে তন্দ্রা, অবসাদে অঙ্গটি জড়ায়ে।
তা'রি মাঝে, মনে হ'ল, সহসা জাগিল কলতান,
উর্ম্মিক্ষুব্ধ সাগরের গান—
ঐ আসে,—ঐ আসে, ঐ বুঝি আসে অনাগত !
—নরনারী, মাথা করো নত।
দিগন্তে তুলিছে তা'রি মেঘে-মেঘে বিজয়-পতাকা—
পিঙ্গল শঙ্করজটা প্রলয়ের জলদর্চ্চি মাখা।

অনাগত

সুদূর সিন্ধুর বক্ষে ঐ আসে, ঐ আসে সে কি!
ভয়ে-ভয়ে দেখি—
ও কি রূপ ভীম ভয়ঙ্কর!
অতীত বন্ধুর মতো ও তো নহে প্রশান্ত সুন্দর।
ভ্রূকুটি-কুটিল ভালে, দূর থেকে, যেন যায় দেখা
উচ্ছ্বসিত সদ্য রক্ত-রেখা!
প্রচণ্ড ঘৃণার হাস্য স্ফুরিছে বিষণ্ণ আস্য 'পরে,
উচ্ছ্রিত সুদীর্ঘ বাহু উদ্ধৃত ত্রিশূল ধরি' করে!
—এ কি রূপ, এ কি মূর্ত্তি—এই অনাগত!
এই মানবের বন্ধু—সমুদ্ধত সংহার-উদ্যত?

তীরে নীরে চারিধারে তবু উঠে তা'রি জয় জয়,
ভয়ঙ্কর ভয়মাঝে কোন্ মন্ত্র বিতরে অভয়?
সিন্ধুতীরে সিন্ধুর উচ্ছ্বাসে
বিচিত্র শ্রমিকদল যন্ত্র-হাতে ভীড় করি' আসে,—
কৃষক লাঙ্গল ধরি', তন্তুবায় তন্তু ধরি' করে,
কর্ম্মকার অভ্যর্থনা করে শ্রদ্ধাভরে
হাতুড়ি তুলিয়া ঊর্দ্ধে নবাগত বীরপানে চাহি';
নিরন্ন লাঞ্ছিত ক্লিষ্ট—শিল্পিদল গান গাহি'-গাহি'
বরি' লয় আগন্তুকে উদগ্র ইঙ্গিতে—
কর্কশের কোলাহলে বাঁধি' যেন উন্মত্ত সঙ্গীতে!

চোখ মেলি' চেয়ে দেখি—বৈশাখের আতপ্ত প্রভাত
জলে স্থলে হানে যেন রুদ্রের প্রদীপ্ত রশ্মিপাত!

ছন্দে দ্বন্দ্বে নিরানন্দে কর্ম্মীরা চলেছে সব কাজে!
—দূরে কোথা যন্ত্রকণ্ঠে প্রাহরিক বাজে!
দারুগন্ধী কৃষ্ণকায় ধীবরের দল
জলে ভাসাইয়া ভেলা করিছে উন্মত্ত কোলাহল!
সম্মুখে সুদূরে হোথা মগ্নপোত বেড়ি'
সিন্ধু-শকুনের দল উড়ে ঘেরি'-ঘেরি'।
নানা দিকে, নানা বর্ণে—নানা সূত্রজালে
সৃষ্টির বয়ন চলে বিধাতার লীলা-তন্তুশালে।

চলিয়াছি ঘরে,—
অপূর্ব্ব তন্দ্রার কথা বার-বার স্মরিয়া অন্তরে।
—ভাবিতেছি, এই যদি হয়,—
শিবের তপস্যা যদি রুদ্রহস্তে হয় সে অক্ষয়,
—নাহি ভয়, হোক্ জয়, হোক্ তারি জয়!

তাজমহল

মমতাজ নাই, তাজ আছে,—তাই
মমতাজে মোরা চিনি,
রূপাতীত রূপে ব্যথিতের বেদনায় ;
একের চক্ষে একান্ত হয়ে
ছিল যে বা একাকিনী,
বিশ্বে সে আজি শাশ্বত সেবা পায় !
রূপ ক্ষণিকের আঁখির স্বপ্ন—
জোয়ারের জলরাশি—
নিমেষে মিশায় কাল-স্রোতের মুখে,
সাধনার বলে অদেহী দেবতা
অপরূপে উদ্ভাসি'
অমর হইয়া উঠে মানবের বুকে।

কবে কালিদাস লিখিল কাব্য
কাগজের সাদা পাতে,
বিরহ-মসীতে ডুবায়ে প্রাণের তুলি,
বিশ্বজগৎ লিখি' দাসখৎ
দিল তা'রি বেদনাতে,
প্রতিদিনকার গৃহ-সংসার ভুলি'।
সাদার বক্ষে কালোর দুঃখ—
আঁখিপটে আঁখিতারা—
তাহারি আলোক পড়ি' প্রেমিকের চোখে,
দেখায়ে অপার প্রেম-পারাবার
করি দেয় দিশাহারা,
মেঘদূত হয়ে ফিরে তাই লোকে-লোকে।

কবি সাজাহান রচিল তেমনি
শ্যাম ধরণীর বুকে—
সাদার আখরে যে শোক-আলিম্পনা ;
শুভ্র পাথরে গাঁথা সেই ব্যথা
নেহারি উর্দ্ধমুখে
আজো করে ধরা আঁখি সংমার্জ্জনা ;
কালের বক্ষে সে শ্লোকের শোক
চিরবিরহের রূপে
বৈধব্যের শ্বেতবাসসম রাজে,
বিশ্বভুবন বিস্ময়ে হেরি'
নিঃশ্বসে চুপে চুপে—
কবেকার ব্যথা বুঝিতে পারে না তা যে !

মন খোঁজে মন—হোক্ বন্ধন,—
দেহ খুঁজে' মরে দেহ,—
প্রেমের ধর্ম্ম ভালো জানে মানে তা'র ;
হু'দিনের যাহা, হু'দিনে ফুরায়,
তাই বুঝি সন্দেহ—
মরণে গাঁথিয়া পরে সে গলার হার !
মনে ভাবে বুঝি—আমি যাই, তা'য়
নাহি ক্ষোভ, নাহি ক্ষতি,
ব্যথা বেঁচে থাক্ সন্তানরূপ ধরি',
প্রিয়-বিরহের স্মৃতিতে লভে সে
অমরার সদ্‌গতি,
কালের কালীতে সকলের কোল ভরি' ।

হোক্ সব মিছে, প্রেমের সত্য—
সে বুঝি মিথ্যা নয়,
নহে সে ক্ষণিক ঐশ্বর্য্যের মত ;
রাজ্য ও রাজা বিজয়ীর হাতে
সেও লভে পরাজয়,
আজ যাহা আছে, কাল তাই অপগত !
দুঃখ অমর, নাহি তার ঘর,—
আগুনে হয় যা' দাহ,
বুক হ'তে বুকে বাঁধে শুধু তা'র বাসা ;
চিরমানবের মনে যা' গোপনে
বহে তা'র পরীবাহ,
কালের কিনারে এই কি আলোর আশা !

হয় তো বা কোন্ সুদূর দিনের
অলজ্ঘ্য অভিঘাতে,
পাষাণ-হর্ম্ম্য—এও ধূলি হ'য়ে যাবে ;
মর্ম্মরময়ী যে রূপ-কীর্ত্তি
গড়া মানুষের হাতে,—
মানুষের চোখে নির্ব্বাণ তা'র পাবে !
হাসি' মহাকাল ভরি' জটাজাল
মাখিবে না শুধু ছাই,
গঙ্গার মতো বহিবে তাহার প্রীতি,
ভারত যেমন মরিয়া করেছে
মহাভারতের ঠাঁই,
চোখ হ'তে বুকে জমায়ে শোকের স্মৃতি।

কৃষ্ণা

কে তাপস প্রতিহিংসাযজ্ঞে
কৃষ্ণবর্ত্মে ঢালিল হবি ;—
কন্যা কৃষ্ণা জাগিয়া বসিল
শিখাশতদলে জন্ম লভি' ?
—আকাশে হৈল দৈববাণী,—
'জতুগৃহে ওই সন্ধ্যা জ্বলিল,
সাবধান, যত অসাবধানী !'

* * *

অবলার দলে তুমি বলবতী
হে দেবি, আপন পুণ্যে পাপে,
আঁকিতে তোমার মর্ম্মের ছবি
ভারত-কবিরও লেখনী কাঁপে।
যুগসঞ্চিত জঞ্জাল জ্বলে
তোমারে পরশি' হে হুতবহ !
যুগান্তরের সর্ব্বনরের,
হে নারি, স্তব্ধ প্রণাম লহ।

শুনিল যেদিন এই ভারতের
উদ্ধতশির ক্ষত্র সবে—
তোমারে লভিতে হেঁটমুখে রহি'
আকাশে লক্ষ্য বিঁধিতে হবে !
—এল দলে দলে অযুত নৃপতি
স্বয়ম্বরের সে সভাতলে,
তুমি দিলে মালা চীরবাসে ঢাকা
লক্ষ্যবেদ্ধা ভিখারিগলে !

অপরিচিতের পার্শ্বে দাঁড়ায়ে
নির্ভয়ে নারি, হেরিলে তুমি,
যত কাপুরুষ রাজার রক্তে
রঞ্জিত হ'ল পিতৃভূমি।
জগন্নাথের শঙ্খ ধ্বনিল
তব ভিখারীর শ্রবণ-মূলে ;
স্বর্গ হইতে বাণে-ভরা তূণ
নেমে এসে' তা'র পৃষ্ঠে দুলে !
তব দয়িতের ছদ্ম বীর্য্যে
বিস্মিত হ'ল বিশ্ববাসী,
তুমি বিস্মিত হয়েছিলে কি না,
সে কথা জানেনা বেদব্যাসই।

ভিখারীর সাথে ফিরিয়া কুটীরে
শুনিলে—তোমার পঞ্চপতি !
নিশীথ-ঝিল্লী থামিল কাননে,
বিকারবিহীন তুমি গো সতি !
তুমি যে জানিতে—কে আছে পুরুষ
একা ধরে তব পূর্ণ পাণি ?
উঠেছ অনলে নারীর গর্ব্বে
নারীর গর্ব্ব তুচ্ছ মানি' !
বিবাহ-আসনে বামাঙ্গুষ্ঠ
দিলে তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরে,
তর্জ্জনী তুলি' দিলে বৃকোদরে,
মধ্যমা—হাসি' পার্থবীরে ;

ঈষৎ নামায়ে দিলে অনামিকা,
ধরিল নকুল হৃষ্টমনে,
'কনিষ্ঠা তব পরশ করিয়া
সহদেব স্বীয় ভাগ্য গণে !
পাঁজি পুঁথি ল'য়ে খুঁজে মুনিগণ
সতীর পঞ্চপতির হেতু,
কল্পনা গাঁথি' জন্ম হইতে
জন্মান্তরে বাঁধিল সেতু।
কেহ বলে—তুমি তপস্যান্তে
পাঁচবার পতি চাহিয়াছিলে,
ভাং-খোর ভোলা দিল পাঁচ বর,
তাই পাঁচ পতি ভাগ্যে মিলে !
কেহ বলে—তুমি অন্য জন্মে
স্বামি লাগি' পুনঃ বসিলে তপে,
পঞ্চদেবতা আসি' এক সাথে
তোমারে তা'দের হৃদয় সঁপে !
—সে সব কাহিনী জানি বা না জানি,
তেজস্বিনি গো, তোমারে চিনি,
আপন যোগ্য পুরুষ সৃজিতে
জন্ম জন্ম তপস্বিনী।
দেবতারা মিলে' গড়িতে পারেনি
তোমার প্রাপ্য তপের নিধি,
তাই গো সাধ্বি, পঞ্চপ্রদীপে
তোমারে আরতি করিল বিধি।

মাটির গর্ভে জন্মে যে সতী—
সে দিল পরখ অনলে পশি',
অনলকুণ্ডে জন্মিল যে বা,
তার সতীত্ব কোথায় কষি ?

রাজসূয়ে যা'রা করেছিল রাণী,
জুয়া হারি' তোমা বেচিল তা'রা,-
হে শিখারূপিণি, না জানি কেমনে
তখনো হওনি ধৈর্য্যহারা !
মর্ম্মান্তিক জাগরণে জাগি'
ফুটিল কি মুখে কুটিল হাসি,
শুনিলে যখন আজ হ'তে তুমি
নূতন রাজার পুরাণো দাসী !
দম্ভস্ফীত সে রাজশাসন
কটি হ'তে তব বসন টানে !
হুতাশন হ'তে হুতাশনশিখা
গতাসু বিনা কে ছিনায়ে আনে ?
পুরুষের মাঝে বিবস্ত্রা তুমি,—
ধর্ম্মমেষেরা শাস্ত্র ভাবে !
পুরুষ ছিল কি সেই সভাতলে
যা'রে দেখে তুমি লজ্জা পাবে ?
শুধু বুঝে' নিলে—নরের রাজ্যে
কত নিরুপায় নিখিল নারী ;
প্রমোদরাতে ও রাজার সভাতে
রহিল সমান প্রমাণ তা'রি ।

সেদিন সহসা দিব্যদৃষ্টি
ফুটিল তোমার নয়নপাতে,
দেখিলে চাহিয়া—কোন ভেদ নাই
যুধিষ্ঠিরের, শকুনি সাথে!
কর্ণে পার্থে কি পার্থক্য?
কি ভেদ দ্রোণে ও দৌবারিকে?
ধর্ম্ম সে শুধু নরের জন্য,
ফিরেও চাহে না নারীর দিকে!
দুঃশাসনেরই স্বজাতি ভীষ্ম,
মর্ম্মে সেদিন বুঝিলে মাতা,—
ক্রূর নগ্নোরু দুর্য্যোধন যে
বিমূঢ় গদারু ভীমেরই ভ্রাতা!
সেদিন আকাশে লিখে' দিলে পণ
ক্ষণকটাক্ষে বজ্রভরা—
নরশূন্য না করিলে কখনো
নারীর যোগ্য হবে না ধরা।

তব চক্ষের বিদ্যুজ্জ্বালা
কৃষ্ণমেঘের বক্ষে ফুটে'
দিক্‌চক্রে কি ঘূর্ণা জাগা'ল?
সারা অম্বর ছিঁড়িয়া লুটে!
বর্ষাবারিত দাবাগ্নিসম
ভ্রম' বনে বনে মৌনমুখী,
সহিয়া নারীর সহজ গর্ব্বে
নারীজীবনের সর্ব্ব দুখই।

হীন পরিচয়ে কাটে কতদিন
বিরাটের হীনা রাণীর ঘরে,
কামান্ধ পশু রাজার সভায়
বামপদে তোমা প্রহার করে!
ঘরে কি বাহিরে, হে বহ্নিশিখা,
যেথা জ্বলিয়াছ সুখে কি দুখে,
পতঙ্গসম যত লাঞ্ছনা
ঝাঁপায়ে পড়ে কি তোমারি বুকে!

ঘুরে' যায় চাকা,—দূরে যায় দেখা—
প্রলয়শীর্ষে ছুটেছ রাণি,
পাঁচতুরঙ্গী মনোরথে তব
পাঁচ অঙ্গুলে বল্গা টানি'।
অক্ষৌহিণী অক্ষৌহিণী
কুরুক্ষেত্রে বাহিনী পড়ে,
পড়িল ভীষ্ম, পুড়িল দ্রোণ,
ডুবিল আরুণি, শল্য মরে!
মরে কুরু—মরে পাণ্ডবদল,
মরে পাঞ্চাল নির্ব্বিচারে,
বালকেরে ঘিরে' মারে সাতবীরে,
নিবারণ সেথা কে করে কা'রে?
সেই নরমেধে যজ্ঞ-অগ্নি
জ্বলিতেছ তুমি যাজ্ঞসেনী,
উড়াইয়া শিরে শিখার শিখরে
পুঞ্জধূমের মুক্তবেণী!

যত নারী যেথা হ'ল লাঞ্ছিতা
প্রায়শ্চিত্ত করিল কুরু,
রক্তসন্ধ্যা গড়ায় আকাশে,—
কে লুটে ধরায় ভগ্ন-উরু।

—তবু কোথা শেষ? পঞ্চপুত্র
মরিল গুপ্তঘাতককরে,—
কাঁদে ফাল্গুনী, কাঁদে বৃকোদর,
তব চোখে শুধু অগ্নি ঝরে!
তুমি শুনেছিলে—ব্রাহ্মণাধম
মৃত্যুরে নাকি দিয়াছে ফাঁকি,
তাই তব করে মৃত্যু-অধিক
শাস্তি তাহার র'য়েছে বাকি!
দিলে অনুমতি—'নরসর্পের
লাঞ্ছিত শির খড়্গে চিরে'—
মিলে যদি মণি আনিবে এখনি,
উপহার দিব যুধিষ্ঠিরে।'
ক্ষতশির সেই অশ্বত্থামা
আজও ছোটে শুনি মাটির তলে,
অমর তাহার দেহ-দীপাধারে
কি অনির্ব্বাণ মরণ জ্বলে!

ভারতের নর নিঃশেষ যবে
নারীমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিতে,
কে জানে সেদিন কোনও ব্যথা নারি,
জেগেছিল কিনা তোমার চিতে!

সেই সন্ধ্যায় ফিরিলে যখন
শূন্য তোমার দেউল-তলে,
কোথা ধূপমালা, উপচারথালা ?
শুধু সে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলে !
ম্রিয়মাণ তা'র পাণ্ডুর ভাতি
কাঁপে মন্দির-অন্ধকারে,
হবিভারে হোমকুণ্ডের শিখা
মূর্চ্ছিত পাশে ভস্ম-আড়ে।
সে প্রদীপে আর সহেনা আরতি,
সে অনলে আর বহেনা হুত ;
বাহিরে ঘনায় অকূল রাত্রি
নিখিল নারীর অশ্রুপ্লুত !
মন্দির ছাড়ি' দাঁড়ালে দুয়ারে
চাহিয়া সে শীত-নিশীথনভে,
দূরে দূরে যা'রা জ্বলিছে নীরবে
হাতছানি তা'রা দিল কি সবে ?
বাহিরিলে মহাপথে হে তাপসি,
ললাটে লিখিয়া কিসের লিখা ?
বিশ্বনারীর লাঞ্ছনা, না ও
যজ্ঞশেষের ভস্মটীকা ?

* * * *

বহুযুগান্তে গগনপ্রান্তে
যুগের শঙ্খ বাজিছে ওকি !
তোমারে জাগাতে কে জ্বালে অনল ?
হে কৃষ্ণা, অয়ি কৃষ্ণসখি !*

---

* আমারই অনুরোধক্রমে কবি-বন্ধু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যগ্রন্থে লিখিত ভারতকথার সুরের সহিত ইহার সুরও মিলিয়াছে। তাই, মহাভারতীয় "কৃষ্ণা" কথাতেই মহাভারতীর শেষ করা গেল।—লেখক